ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 February, 2020 ■ আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ২ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের পৃথক স্থানে পোল্ট্রি ফার্ম ও ২২টি দোকান ভষ্মিভূত

প্রশ্ন উঠছে নাশকতা না দূর্ঘটনা, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ কৈলাসহর, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। পৃথক স্থানে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ২২টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কৈলাসহরের পর বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে আগরতলায় নাগেরজলা বাস স্ট্যান্ডে ১৫টি অস্থায়ী দোকান পুড়েছে। নাগেরজলায় দুপুরবেলায় সিলিন্ডার ফেটে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কৈলাসহরে গভীর রাতে আগুনে ৭টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই দুই ঘটনায় ত্রিপুরায় মোট ২২টি দোকান আগুনে পুড়েছে।

গতকাল রাত ১২টা নাগাদ কৈলাসহরের একটি মোবাইলের দোকানে আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন পাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পরে। স্থানীয় দোকান মালিকদের বক্তব্য, গভীর রাতে আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে ৭টি দোকানকে গ্রাস করে ফেলে। জনৈক ব্যবসায়ী বলেন, আগুনের খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসলেও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, ঔষুধের দোকান, ফল-সব্জি ও জুতার দোকান ওই অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়।

ইরানি থানার ওসি আলমগীর হোসেন বলেন, ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একটি মামলা নেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা ৪০ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন।

নাগেরজলায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যস্ত দমকল কর্মীরা। শুক্রবার দুপুরে তোলা নিজস্ব ছবি।

এদিকে, শুক্রবার দুপুরে নাগেরজলা বাস স্ট্যান্ডে একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে হটাৎ সিলিন্ডার ফেটে যায়। তাতে ১৫টি অস্থায়ী দোকান পুড়ে চাই হয়ে গেছে। এডিনগর থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক বলেন, ওই দোকানগুলি বাস স্ট্যান্ডের পেছনদিকে অবস্থিত ছিল। তিনি বলেন, ওই দোকানগুলির মালিকরা ফাস্ট ফুড এবং ফল বিক্রি করতেন। তিনি জানান, আজ দুপুরে একটি ফাস্ট ফুডের দোকানের ভেতরে সিলিন্ডার ফেটে যায়। তাতে, মুহূর্তের মধ্যে বাকি ১৪টি দোকানেও আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুতে যায়। দমকলের মোট ৫ ইঞ্জিন মিলে আগুন আয়ত্বে আনে। এদিনের ঘটনায় কারোর শরীরে আঘাত লাগে নি। কিন্তু, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, বলেছে পুলিশ।

রাতের আধারে আগুনে পুড়ল পোলট্রি ফার্ম। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা। ঘটনা ফটিকরায়ের রাজনগর শক্তিসঙ্ঘ এলাকায়। রাতের আধারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো একটি পোল্ট্রি ফার্ম। ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফটিকরায়ের রাজনগর শক্তিসংঘ এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ঐ এলাকার বাসিন্দা সুবোধ পাল এবং উনার পরিবারের লোকেরা রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে ছিলেন।

আচমকা পাশের বাড়ির লোকজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৬ মে থেকে রাজ্যে এনপিআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। এনপিআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। আগামী ১৬ মে থেকে ৪৫দিন ব্যাপী চলবে এই প্রক্রিয়া। প্রথম পর্য্যায়ে আবাসন সুমারীর কাজ সম্পন্ন করা হবে। এর ভিত্তিতে ২০২১ সালে জনগণনা শুরু হবে।

জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জিকরণ প্রক্রিয়া সারা দেশেই শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যকে সুবিধা অনুযায়ী সূচি নির্ধারণ করে এই প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক রাজ্যে আগামী ১৬ মে থেকে এনপিআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। দুই ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। প্রথম প্রক্রিয়ায় আবাসন সুমারীর কাজ করা হবে। ১৬ মে থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যে আবাসন সুমারীর কাজে প্রায় ১১ হাজার লোক নিযুক্ত হবে।

আবাসন সুমারীর জন্য ৯ হাজার ৬২ জন তথ্য সংগ্রহকারী সারা রাজ্যে কাজ করবেন। তারা সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ১ হাজার ৫৫৬ জন সুপারভাইজারের কাছে সেই তথ্য তুলে ধরবেন। এছাড়া ৫৮টি ব্লক, ২১টি নগর পরিষদ এবং আগরতলা পুর নিগমের চারটি জোনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ানের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আশ্রম চৌমুহনির বাঁধের পাড়ে বাঁশ গাছের ঝোপ সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের নাম হেমেন্দ্র দেবনাথ। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ান। গত ২৭ জানুয়ারি থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

শুক্রবার পচা গন্ধ পেয়ে স্থানীয় লোকজনরা পূর্ব থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে পচা গলা মৃতদেহটি উদ্ধার করে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আশ্রম চৌমুহনি এলাকা থেকে অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ওই অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ান নিখোঁজ ছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে থানায় কোন ডাইরি করেনি তার পরিবার। শনিবার সকালে পূর্ব থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পচা গলা মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

প্রথমদিকে মৃতের পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ডগ স্কোয়াড এবং ফরেনসিক ল্যাবের কর্মীরাও সেখানে ছুটে যায়। এরই মধ্যে এক মহিলা এসে মৃতদেহটি শনাক্ত করেন। ওই মহিলার নাম মৌসুমী দেবনাথ। মৃত হেমেন্দ্র দেবনাথ তার স্বামী বলে জানান। তিনিই পুলিশকে জানিয়েছেন গত ২৭ জানুয়ারি থেকে হেমেন্দ্র দেবনাথ নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারে তেমন কোন ঝগড়াঝাটি ছিল না বলেও তিনি দাবি করেন।

তবে কেন ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করবেন সেই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এর পেছনে অন্যকোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আশ্রম চৌমুহনি এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষজন সেখানে ছুটে যান।

অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত স্বামীর মারে গুরুতর আহত প্রথমা স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। দুই বিয়ে করেও অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত স্বামীর আচরণের প্রতিবাদ নিগৃহীতা হলেন স্ত্রী। স্বামীর বেধড়ক প্রহারে এক গৃহবধূ গুরুতর আহত হয়েছেন। তার কোমড় ও হাতে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর ওই মহিলার স্বামী গা ঢাকা দিয়েছে। শুক্রবার ওই ঘটনাটি ঘটেছে সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমাধীন বাইদ্যাদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধ্বজনগর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা কুসুম বেগমের বয়ান অনুসারে তার স্বামী হানিফ মিয়া দুই বিয়ে করেছেন। তবুও অবৈধ সম্পর্কে জরিয়ে পড়েছেন। তাতে প্রতিবাদ করায় তাকে প্রচন্ড মারধর করেছেন তার স্বামী। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গেলেও হানিফ মিয়া পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন।

কুসুম বেগম হানিফের প্রথম পক্ষের স্ত্রী। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমাধীন বাইদ্যাদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধ্বজনগর এলাকায় আজ ওই ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রতিবেশীদের বক্তব্য, আজ হানিফ মিয়া কাঠের টুকরো দিয়ে তার স্ত্রীকে বেধড়ক মেরেছেন। তাতে কুসুম বেগমের কোমড় ও হাতে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। ওই মহিলার চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে যান এবং তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীদের সহায়তায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

জনৈক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, ওই মহিলা মারধর করছে দেখেই পুলিশে খবর দিয়েছিলাম। পুলিশ দমকল কর্মীদের সাথে নিয়ে এসেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় থানায় এখনও কোন অভিযোগ জমা পড়েনি।

নির্ভয়া মামলা ঃ শুনানি চলাকালীন জ্ঞান হারালেন বিচারপতি আর ভানুমতী

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। নির্ভয়া গণধর্ষণ-মামলার শুনানি চলাকালীন কোর্ট রুমেই জ্ঞান হারালেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর ভানুমতী। কোর্ট রুম থেকে ততণাতবিচারপতি আর ভানুমতীকে চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বিচারপতি আর ভানুমতীর জ্ঞান ফেরে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, 'বিচারপতি আর ভানুমতী প্রবল জ্বরে ভুগছেন, সেই অবস্থাতেই ওষুধ খেয়ে এজলাসে বসেছিলেন। চেম্বারে চিকিতকরা তাঁকে পরীক্ষা করেছেন।'

নিভর্য়া গণধর্ষণ মামলায় দণ্ডিতদের পৃথক-পৃথক ফাঁসি কার্যকর করার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন সেই মামলার শুনানির সময় আচমকাই কোর্ট রুমে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বিচারপতি আর ভানুমতীউ।কোর্ট রুম থেকে চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয় বিচারপতি আর ভানুমতীকে। কিছু সময়ের জন্য শুনানি বিলম্ব হয়।

রাজ্যে সেচ পর্ষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা রাজ্য সেচ পর্ষদ গঠনে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলতঃ সেচের সুবিধা এবং কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে, রাজ্য সরকারের পাঁচটি দপ্তরের সমন্বয়ে পরিচালিত হবে ওই পর্ষদ।

এই বিষয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে শিক্ষমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার নেতৃত্বে ১৩ সদস্যক সেচ পর্ষদের একটি কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসাবে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্যসচিব দায়িত্ব সামলাবেন। এছাড়া, অতিরিক্ত মুখ্যসচিবদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যক টাস্ক ফোর্স গঠিত হবে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট জমির ৩৪ শতাংশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে অবৈধ বিলেতি মদ উদ্ধার গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। অবৈধ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে আজ মারুতি কার বোঝাই অবৈধ বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে দুই নেশা কারবারিকে।

কাঞ্চনপুরের এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লাদাস এই খবর দিয়ে জানান, গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ থানার পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় লালজুড়ি সড়কে ওত পেঁতে বসেছিলেন তাঁরা। এক সময় সন্দেহযুক্ত মারুতি গাড়িতে তালাশি চালিয়ে প্রায় ১০০ বোতল অবেধ বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছেন অভিযানকারীরা। এর সঙ্গে দুজনকে আটক করা হয়েছে। তারা কাঞ্চনপুর থানাধীন দোপতাছড়ার রত্নভানু চাকমা ও পেঁচারথল থানাধীন বাজাইছড়ার জ্যোতিলাল চাকমা। উদ্ধারকৃত মদগুলোর বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লাদাস।

দূর্জয়নগরে ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। এলাকাবাসিদের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসডিপিও এনসিসি মাধুরি মজুমদারের নেতৃত্বে এনসিসি থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল। বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ আটক করা হয়েছে চারজনকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় এসডিপিও এনসিসি মাধুরি মজুমদারের নেতৃত্বে শুক্রবার এনসিসি থানার পুলিশ দুর্জয়নগর হলিক্রস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জওহরনগর থেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সরিয়ে নেওয়ার দাবীত পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। ধলাই জেলার আমবাসাস্থিত জহরনগর কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের জায়গা থেকে জহরনগর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে শুক্রবার ধলাই জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ের সন্মুখে সড়ক অবরোধে সামিল হয় জহরনগর কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় একটা সময় ধলাই জেলার জেলা শাসকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জহরনগর কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের জায়গায় অস্থায়ীভাবে চালু করা হয় জহরনগর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টি। তখন বলা হয়েছিল তিন বছর পর বিদ্যালয়টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টি স্থাপনের পর দীর্ঘ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। ফলে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে জহরনগর কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের।

এইনিয়ে কিছুদিন পূর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ধলাই জেলার জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশানও প্রদান করে। দাবি জানানো হয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য। এরই মধ্যে শুক্রবার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ধলাই জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ের সন্মুখে সড়ক অবরোধে সামিল হয়। ফলে জেলা শাসকের কার্যালয়ের কর্মীরা নির্দিষ্ট সময় মতো অফিসে যেতে পারেনি।

তারা রাস্তায় আটকে পড়ে। সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া পরিশোধে দেরি, কেন্দ্র ও টেলিকম সংস্থাগুলিকে তিরস্কার সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও পাওনা না মেটানোয় অ্যাডজাস্টেড গ্রস রেভিনিউ (এজিআর) মামলায় টেলিকম সংস্থাগুলিকে তীব্র ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত। আবার শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেও ডিরেক্টরেট অব টেলিকমের এক কর্তা এমন নির্দেশ দিয়েছেন, যা কার্যত স্থগিতাদেশের নামান্তর। ওই অফিসারকে তুলোধনা করেছে বিচারপতি অরুণ মিশ্রের বেঞ্চ। "আমরা কি সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ করে দেব? দেশে কি আইন-কানুন আদৌ আছে? দুর্নীতির শেষ হওয়া দরকার।" এমন সব কড়া মন্তব্য করেছেন বিচারপতিরা।

পাশাপাশি দুই টেলিকম সংস্থা এবং ওই আধিকারিককে আদালত অবমাননার নোটিসও ধরিয়েছে বিচারপতি অরুণ মিশ্রর বেঞ্চ। আদালত আদেশানুসারে না করার কারণ ব্যাখ্যা দিয়ে আদালতে আগামী ১৭ মার্চের মধ্যে উত্তর দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৭ মার্চ। স্পেকট্রামের জন্য ডিরেক্টরেট অব টেলিকমের কাছে ভোডাফোনের দেনা ৫০ হাজার কোটি টাকা। ভারতী এয়ারটেলের ঋণ বকেয়া রয়েছে ৩৫ হাজার ৫৮৬ কোটি টাকা। এ ছাড়া এমটিএনএল, বিএসএনএল, রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস, টাটা কমিউনিকেশনসেরও ৯২ হাজার কোটি টাকা বকেয়া। গত বছরের অক্টোবরে দুই সংস্থাকেই এই পাওনা মিটিয়ে দিতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই টাকা এখনও না মেটানোয় দুই সংস্থার কর্তাদের উপর চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। শুক্রবার সব সংস্থার চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের আগামী ১৭ মার্চ আদালতে হাজিরা দিয়ে কারণ ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এটাই তাঁদের সাফাইয়ের 'শেষ সুযোগ' বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অরুণ মিশ্র বলেন, "সব ধরনের দুর্নীতি বন্ধ হওয়া দরকার। এটাই তাঁদের শেষ সুযোগ ও শেষ হুঁশিয়ারি।" টেলিকম সংস্থাগুলি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বিন্দুমাত্র সম্মান দেখায়নি বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি মিশ্র।

২০১৯ সালের সুপ্রিম কোর্টের ওই নির্দেশের পর ডিরেক্টরেট অব টেলিকমের এক কর্তা একটি নির্দেশিকা জারি করেন। তার জেরে শীর্ষ আদালতের রায়ে কার্যত স্থগিতাদেশের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই আধিকারিককে এ দিন নোটিস ধরিয়ে কার্যত জেলে পোরার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিচারপতিরা। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে বেঞ্চের নির্দেশ, সন্ধ্যার মধ্যে ওই অফিসারকে বরখাস্ত করা হোক। নয়তো তিনি জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

মামলার অন্য দুই বিচারপতি এস এ নাজির এবং এম আর শাহ ওই আধিকারিককে আরও কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলেন, আমরা কি সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ করে দেব? দেশে কি কোনও আইন কানুন আছে? একজন সরকারি আধিকারিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১২৭ ▫ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ২ ফাল্গুন ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রাজনীতিতে অপরাধ

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে এক সময় নির্বাচন কমিশন কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়াছিল। সেই সময়টা ছিল টি এন শেষাণের আমল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে অভিষিক্ত হইয়াই শেষাণ নির্বাচনী ব্যবস্থায় আমূল সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। প্রকৃক পক্ষে শেষাণই ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় দুর্বৃত্তায়ন রুখিতে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। সেই ইতিহাস আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ইহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, নির্বাচন কমিশনও এখন মানুষের সেই বিশ্বাসে আঘাত করিয়া চলিয়াছে। দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর হইতে পারিতেছে না। যে নির্বাচনী ব্যবস্থায় দুর্বৃত্তায়ন মুক্ত করিবার যে সংগ্রাম শেষাণ শুরু করিয়াছিলেন আজ তাহা অন্তর্হিত। লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। রাজনীতিতে অপরাধ ঠেকাইতে শেষ পর্য্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট কঠোর নির্দেশ জারী করিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়াছেন ভোটে মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক মামলা চলিলে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করিতে হইবে। এক আইনজীবী ও অন্যান্যদের দায়ের করা আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি এফ নরিম্যান বেঞ্চ প্রার্থীদের অপরাধের রেকর্ডও ওয়েবসাইটে তোলার নির্দেশ দিয়াছে। নির্দেশে আরও বলা হইয়াছে ফেসবুক, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া ও একটি জাতীয় সংবাদপত্রে ভোটে মনোনিত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে থাকা অপরাধমূলক মামলা সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করিতে হইবে। সর্বোচ্চ আদালত আরও নির্দেশ দিয়াছেন ভোট প্রার্থীদের মনোনীত করিবার ৭২ ঘন্টার মধ্যে এই সংক্রান্ত তথ্য রিপোর্ট আবার নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে। এই নির্দেশ অমান্য করিলে আদালত অবমাননা হিসাবেই গণ্য করা হইবে।

একথা আজ অনেক বেশী সত্যি যে, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন বা অপরাধীদের দাপট বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে রাজনীতির উপর জনমনে শ্রদ্ধা কমিতেছে। দেখা গিয়াছে, আদালতে মামলা ঝুলিতেছে সেই ব্যক্তিও ভোটে দাঁড়াইয়া মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। রাজনীতিতে দিনে দিনে অপরাধ জগতের লোকরাা আস্তানা নিতেছে। এই সব দুর্বৃত্তরাই অপরাধ সংঘটিত করিতেছে। ভয় ভীতি জুলুম চালাইয়া মানুষের ভোটাধিকার হরণ করিতেছে। মাস্তানী করিয়া বিরুদ্ধ দলের ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যাইতে বাধা দেওয়া, রিগিং করার মতো ঘটনা যাহারা করে তাহারা রাজনৈতিক দলের আশ্রিত। তাহাদের নাকি পুষিয়া রাখা হয়। এই অপরাধীদের যদি সাবুদ করা না যায় তাহা হইলে ভোট পর্বও হইবে প্রহসনের মতো। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ প্রামণ করিয়া দিল দেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা ও ভোটে অপরাধ টেকাইতে নির্বাচন বিধিতে পরিবর্তন বা সংশোধনী আনিবার তাগিদ আছে। কিন্তু, কেন্দ্রের সরকারের তো সেইদিকে মতি নাই। দেশের গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হইবে যদি ভোটে স্বচ্ছতার নিশচয়তা থাকে। যদি নির্বাচন হয় অপরাধ মুক্ত। কিন্তু, কি রাজনৈতিক দল কি সরকার সেই পথে হাটিতে চাহিতেছেনা। কারণ ইহাই সত্যি যে, সব রাজনৈতিক দলই কম বেশী কলুষিত। অভিযুক্ত ও বিভিন্ন অপরাধে মামলা আছে এমন নেতা কর্মীর বাড়বাড়ন্ত সব দলেই। আর এজন্যই দুর্বৃত্তদের রুখিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে তেমন সোচ্চার হইতে দেখা যায় না। যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দলের সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে সামান্য ছল ছুতোয় বা অভিযোগে পুলিশ লেলাইয়া দেয়। হেনস্থা করে। ইহাকে কি বলা হইবে? ইহাকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বলা যাইতে পারে? জনগণের রায়কে সম্মান জানাইয়া মানিয়া নেওয়ার মধ্যেই তো মহত্ব। রাজনৈতিক সংঘাত সংঘর্ষ তো সুস্থ গণতন্ত্রের পরিপন্থী। রাজনীতিতে স্বচ্ছতা আনিতে হইলে রাজনৈতিক নেতাদের আগে স্বচ্ছ হইতে হইবে। কিন্তু, সেই লক্ষণ তো দেখা যাইতেছে না। ভারতের বৃহত্তম গণতন্ত্রের গর্ব কি ধুলায় লুটাইতেছে না? আজ যখন রাজনৈতিক দলের বিবাদমান গোষ্ঠী একে অপরের উপর মারমুখী হামলা চালাইতেছে। রক্ত ঝরিতেছে। এই অবস্থা তো দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিতেছে। ইহাই খুব বেশী লক্ষ্যণীয় যে, দিনে দিনেই আমাদের গণতন্ত্রের বিপদ বাড়িতেছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এক মাইলস্টোন বলা যাইতে পারে। যেভাবে রাজনীতিতে দুবৃত্তায়ণ বাড়িয়া চলিতেছিল তখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনেক বেশী সহায়ক ভূমিকা নিবে সন্দেহ নাই। ইহাই আজ বড় কথা যে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে কেন্দ্র কোনও নতুন উদ্যোগ নিতে উৎসাহী নয়। কারণ বেশীরভাগ রাজনৈতিক দলগুলি স্বচ্ছতা হারাইয়াছে। ফলে, নির্বাচনী আইন বিধি পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ধারে কাছে যাইতে চাহিতেছে না কোনও রাজনৈতিক দল। সব রাজনৈতিক দলের সামনে এখন বড় সমস্যা আসিয়া হাজির। লোম বাছিতে না কম্বল খালি হইয়া যায়? নির্বাচনে মনোনয়ন প্রাপক অভিযুক্ত অপরাধীর বিস্তারিত জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিলে মানুষ কিভাবে গ্রহণ করিবে? কারণ দিনে দিনেই জনমনেও ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হইতেছিল। আজ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভোট প্রার্থীর কীর্তি কাহিনী প্রকাশের ঘটনা ভোট পর্বকে কতখানি স্বচ্ছ করিতে পারিবে ইহাই আজ বড় কথা। সুপ্রিম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে অনেক আশা জাগাইতে পারে।

সারা-র আর্জির পেক্ষিতে জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনকে নোটিশ, ২ মার্চের মধ্যে জবাবদিহির নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ওমর আবদুল্লাকে কেন আটকে রাখা হয়েছে, কেনই বা তাঁর বিরুদ্ধে জন নিরাপত্তা আইন (পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট) কার্যকর করা হয়েছে, এই সমস্ত প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওমর আবদুল্লার বোন সারা আবদুল্লা পাইলটউ ওমরের বোন সারা আবদুল্লা পাইলটের আবেদন প্রেক্ষিতে শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ আগামী ২ মার্চের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনকে জবাবদিহির নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতউ ২ মার্চই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর থেকেই আটক জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাউ গত সপ্তাহেই তাঁর বিরুদ্ধে পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট প্রয়োগ করেছে কেন্দ্রউ কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি, একটু বেশিই জনপ্রিয় ওমরউ সেই কারণে পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট প্রয়োগ করা হয়েছেউ ফলে আরও ৩ মাস আটক রাখা হবে ওমরকেউ পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট প্রয়োগ করার বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওমরের বোন সারা আবদুল্লা পাইলটউ সারা-র আবেদনের প্রেক্ষিতে শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ

এদিন সারা জানিয়েছেন, 'এটি যেহেতু হেবিয়াস কর্পাস মামলা, তাই আমরা আশাবাদী শীঘ্রই স্বস্তি মিলবেউ বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছেউ ভারতের প্রতিটি নাগরিকের মতোই কাশ্মীরের জনগণেরও সমানাধিকার থাকা উচিত এবং আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় রয়েছি।'

পুলওয়ামার শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য মমতার

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঠিক এক বছর আগে আজকের দিনে পুলওয়ামা কান্ডে প্রাণ হারিয়েছিল ৪৪ জন জওয়ানউ যার স্মৃতি আজও দগদগে ভারতীয়দের মনেউ এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে নিজের টুইট বার্তায় শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নিজের টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "পুলওয়ামা জঙ্গি হামলায় শহিদ হওয়া সিআরপিএফ জওয়ানদের প্রতি আমি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করছি। আমি স্যালুট করছি সেই বীর জওয়ানদের এবং তার পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। জয় হিন্দ।"

২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের ৭৮টি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করে জঙ্গিরা। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়। প্রাণ যায় ৪৪ জন জওয়ানের। আত্মঘাতী জঙ্গির গাড়ি ঢুকে পড়ে সেনাদের কনভয়েউ সেই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা।

পদ্মবনে মত্ত হাতীর দাপাদাপি

হরিগোপাল দেবনাথ

উত্তরে পামির মালভূমি, সোভিয়েত রাশিয়া ও চিন, পূর্বে জাপান, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আফগানিস্তান---এই ছিল সাবেক ভারতবর্ষের চতুঃসীমা, যে কারণে ভারতবর্ষকে "উপমহাদেশ" বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাচীনতর হরপ্পা মহেনজোদারোর দ্রাবিড় সভ্যতা যা আর্য-ভারতীয় সভ্যতারও আগেকার, তাই ভারতীয় ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। বস্তুতঃ আর্যরা ভারতে প্রবেশের পর থেকেই ভারতের সাবেকিয়ানার ধ্বস নামতে শুরু করে। উল্লেখ্য যে, ভারতের মাটিতে যাযাবর ও পশুজীবী আর্যদের দুর্ধর্ষতার কারণেই অষ্ট্রিক-নিগ্রোয়েড রক্তের সংমিশ্রণ গড়ে ওঠা দ্রাবিড়ীয় ও কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার বিধ্বংসক্রিয়া শুরু হয়েছিল। দেশটার নাম 'ভারতবর্ষ'-ই প্রামাণ করে যে এই দেশ সেকালের পৃথিবী জোড়া মানুষের ভরণ-পোষণের বড় ভরসাস্থল ছিল, যে কারণে বর্হিভারতে ভারতবর্ষে খ্যাতি ছড়িয়েছিল "সোনার কবুতর" বা গোল্ডেন পিজিয়ন নামে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতেও সেই আভাস ফুটে উঠেছে ঃ- " অয়ি ভুবন মনোমোহিনী/ অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল ধরণী/ জগজ্জননী --- জননী" --- এই পংক্তি নিয়ে এজন্যেই কবিগুরু ভারতবর্ষকে "মহামানবের সাগর বতীর" বলে বর্ণনা দিয়েছেন। কবির লেখা থেকেই আমরা পাই "হেথা আর্য, হেথা অনার্য, হেথা দ্রাবিড় চিন' শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল নীল"। মূলতঃ এভাবেই গড়ে উঠেছিল ভারতীয় জনতা, ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় জনমানসিকতা, কারণ—" দিবে আর নিবে মিলাবে মিলবে যাবে না ফিরে/ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" একই কারনে ভারতের মর্মবাণী— "বহুর মধ্যে একত্ব আর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"। ইতিহাস---জানা পাঠক বর্গ- অবশ্যই মনে করবেন যে, আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্ব মথুরাপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের মাধ্যমে সেকালের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে একছত্র ছায়াতলে এনে মহাভারত (মানে বিশালাকার আয়তনের ভারতদেশ) গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালে প্রবাহে ধ্বস নেমে নেমে সেই মহাভারতের ক্ষয়িষ্ণুতাকে আটকানো যায়নি। বিশেষ করে এই দুর্ভাগা দেশটার উপর বহিঃশত্রুদের লোভ, ঈর্ষাকাতরতা, শোষণ মনোবৃত্তি ও লুন্ঠনবৃত্তি চৌয বৃত্তি ইত্যাদির কারণে আর স্বদেশীদের মধ্যে এক শ্রেণির স্বার্থান্বাষী, কপটাচারী ও দুর্বৃত্তদের হানাহানি, কলহ, দুরাচারের কারণে দেশের ঐক্য, ধৈর্য্য সংহতির মূলে আঘাত এনেছে। বহিঃশত্রুরা অধিকাংশই এদেশে লুন্ঠন ও নির্মম শোষণ চালিয়েছে বলাই বাহুল্য। তবে সবচেয়ে বেশি দেশটার ক্ষতিসাধন করে গেছে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা। শুধু তাই নয়। ওদের ষড়যন্ত্রে বড় আঘাত এসেছে আমাদের জনতার মর্মমূলে। বিশেষকরে ধর্মমতের গোঁড়ামি, কৃপমন্ডুকতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতবিচার ও জাতিভেদ, আঞ্চলিকতা এসবের কারণে ভারতীয়ত্ব,দেশ প্রেম, জাতীয় সংহতি ও ঐক্যবোধের শিকড় পচে গিয়েছিল। অবশ্যই এর মূলে ছিল ব্রিটিশের কুমন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র একদিকে আর অপর দিকে দায়ী ছিল আমাদের এদেশীয় ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্ধ নেতৃবৃন্দও তাদের তাঁবেদার দালাল শ্রেণির নীচালয় গোষ্ঠীর মানুষেরা। বিশেষ করে দায়ী যারা তারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীরা হলেন যারা ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলন চালাতে গিয়ে ওদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে গিয়ে স্বাজন পোষণ, গোষ্ঠী প্রীতি, ক্ষমতাপাবার লোভে মত্ত হয়ে ব্রিটিশের পেতে রাখা ফাঁদে পা রেখে সাম্প্রদায়িকতা তথা ধর্মীয় গোঁড়ামির ভিত্তিতে দেশবিভাজন ঘটিয়েছিলেন।

এ তো গেল হারিয়ে যাওয়া দিন ও সুযোগ হাতছাড়া হবার জন্য আফশোসের কথা। ব্রিটিশের ছোবলে এদেশ দ্বিখণ্ডিত ও বহুধা বিভক্ত হয়েছে বলারও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, তাদের তুলনায়ও আরও বেশি অপরাধী ও দায়ী রয়েছেন যারা ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে নানা ছলছুতোর সাহায্যে, ঠগবাজি দলবাজি,দলবদল ও দল ভাঙা ভাঙি করে দশকের পর দশক ধরে এদেশের বুকে কি রাজ্যে রাজ্যে বা কি কেন্দ্রে মৌরসি পাট্টার আমেজ ভোগরত ও ভোগ লিপসায় মত্ত রয়েছেন। বলতে হচ্ছে, ওরা কেন ভারতমাতার মনোরম পদ্মবনে মত্ত হস্তীর ন্যায় দশকের পর দশক ধরে দাপাদাপি করেই নিজেদের অভিলাষ পূরণের মজা লুটতে ব্যস্ত রয়েছেন। মোদ্দা কথাটা হল, ওই ক্ষমতাপাগাল বলদর্পীরা ত্রই অসহিষ্ণু যে ওদের অদূরদর্শিতা, কৃরমানসিকতা, শব্দটা ও কপটাচারিতার পষিণামে যে অগণিত দেশবাসীর বিশেষ করে দেশটার নিম্নবিত্ত, স্বল্প আয়ের কিং বা দুঃস্থ ও অসহায় গোত্রের আপামর জনসাধারণে দুভে'াগের কারণ দেখা দিতে পারে ও তাতে ওদের সহ্যসীমার বাইরে দুর্ভোগের মাত্রা বলা যেতে পারে, অতটুকু তালিয়ে দেখার সময়, সুযোগ, চিন্তা ক্ষমতা ও সদিচ্ছা কোনটাই ওদের নেই। কেন নেই? আসলে ওরা তো ওই আসলেই তৈরি হয়েছে কিনা তাই। এবারে, কয়েকটি ঘটনার বিবরণ ঔদাহরণ হিসেবেই এই প্রবেন্ধে তুলে আনছি আমার মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি খাঁড়া করতে। যেমন, অতি সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবছরের প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল ক্যাড়েট করপস র‍্যালী। দেশের এন সি সি -র সেই র‍্যালী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে ইতিহাসের প্রত্যাশা পূরণ ও তাঁর সরকারের প্রশাসনিক বিরোধিতার কথা তুলে উষ্ণা বা অসন্তোষ অথবা ক্ষোভ যা-ই হোক কিছু একটা প্রকাশ করেছেন। দেশের যে কোন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বা গৌরবপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীজির উপস্থিতি অতিমাত্রায় কাম্য হতেই পারে--- এ নিয়ে কোন বক্তব্যই আমার নেই। তবে যে প্রশ্নটা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এ প্রবন্ধটি রচনা করতে সেটি হচ্ছে উক্ত ক্যাডেটদের শোনাতেই কি বা তাঁর মনে যে ক্ষোভটা জমা ছিল সেটি উগরে দিয়ে মনটা খালি করতেই প্রধানমন্ত্রীজী ওই দিনের র‍্যালীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন সে বিষয়টি নিয়ে। ক্ষোভ উগরে দিয়ে মোদিজী উল্লেখ করেছেন যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সি এএ দ্বারা তিনি বা তাঁরা ইতিহাসের প্রত্যেশা নাকি পূরণ করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে সেটা কোন ইতিহাসের কথা ও সেই ইতিহাসের কোন প্রত্যাশার কথা তিনি বলতে চেয়েছেন তা তিনি খোলসা করে বলে দিলেই ভাল করতেন। আমরা সাধারণ দেশবাসীরা যারা মোদিজীদের মত হিপোক্র্যাসীর রাজনীতি বুঝি না ও শ্রদ্ধাও করিনা, আমরা তাহলে কিছুটা অন্তত আন্দাজ করতে চেষ্টা করতে পারতাম। তবে হ্যাঁ তিনি উল্লেখ করেছেন,আমাদের নেহেরু লিয়াকত চুক্তির কথা। যদি সেই চুক্তির কথাই তাঁর মূল ভিত্তিটা হয়ে থাকে, তাহলেও কিন্তু কয়েকটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন এখানে রাখতেই হচ্ছে। প্রথম প্রশ্ন হল সেই নেহেরু লিয়াকত চুক্তিতে কী প্রত্যাশা নিহিত ছিল, যা মোদিজীদের দ্বারা সিএএ-র মাধ্যমে এখন পূরণ হতে পারে, তাও কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন নি। সেটি করলেই তিনি আরও ভাল করতেন না কি? এখানে এ অঞ্চলে আমরও কয়েকটি বিষয় জানার রয়েছে। যেমন, সিএএ -তে তাঁরা যে ভারতের সংবিধানকে অমান্য করেছেন বা ধর্মীয় গোঁড়ামি, অসহিষুওতা কূপমন্ডুকতা ও গোয়ার্তুমি দেখিয়েছেন ও ধর্মীয় বিভাজনের আর মানবতা লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এটাই কি প্রত্যাশা ছিল? ১৯৪৭ সালে হিন্দুত্ববাদিতার কু-চাল চেলেছিল ও নেহেরু-জিন্নার মসনদ-প্রাপ্তির যে সুযোগ করেছিলেন যেজাতীয় কোন বদ-মতলব আবারও হাসিল করার গোপন প্রত্যাশার কথাই কি এখানে উঠে এসেছে?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, মোদিজীরা যে গোপন অভিলাষ পূরণের ধান্দায় মেতে সিএএ নামক শিখণ্ডী দাঁড় করিয়েছেন, আপনারা কীভাবে ভরসা পাচ্ছেন যে, আপনাদের সেই দুরাকাঙ্খা স্বপ্নই থেকে যাবে, এর বেশি কিছু নয়। সি এ এ পাশ হবার পর ক্ষণেই যে দেশব্যাপী উত্তাল তরঙ্গ দেখা দিতে শুরু করেছে, তাতে কি আপনাদের দাপটের নৌকো তীরে ভিড়তে পারবে?

তৃতীয় প্রশ্ন-প্রধানমন্ত্রীজী, নেহেরু লিয়াকত চুক্তিই যদি বলবৎ রয়েছে ও তাকেই আপনারা গুরুত্ব দেন তাহলে পরবর্তী সময়ে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি করার সার্থকর্তা,গুরুত্ব বৈধতা যুক্তিগ্রাহ্য হবে কেন? কেনই বা রাজীব অগপ চুক্তি বা রাজীব রাংখল চুক্তি বৈধতা পাবে? সে কি শুধু বাঙালী-প্রতারণার উদ্দেশ্যে না, দেশবাসীকে বোকা বানাবার উদ্দেশ্যে?

চতুর্থ প্রশ্ন-নেহেরু লিয়াকত চুক্তিকেই যদি আপনারা মান্যতা দিয়ে থাকেন বা দিতেও চান, তাহলে নতুন করে সিএএ আনলেন আপনাদের মগজে লুকানো কোন উদ্দেশ্য পূরণ করতে,তাও কি প্রকাশ করতে নারাজ?

পঞ্চম প্রশ্ন-এনসিসি র‍্যালীর সভাস্থলটিকেই বা আপনার ক্ষোভ প্রকাশের বাঞ্চিত স্থান হিসেবে পছন্দ করার পেছনে কী এমন যুক্তি রয়েছে, জানার কৌতূহল থাকলেও সেটি প্রশ্ন আকার , এখানে উত্থাপন করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না তবে, ঘটনাটা খুশি মনে মেনে নিতেও কেমন যেন খচ্খচ্ লাগছে।

পরিশেষে বলতে চাইছি আরও কিছু কথা। আমার জানি ভারত—একদেশ, এক রাষ্ট্র ও এক প্রাণ। কিন্তু একজাতির দেশ ভারত কিংবা ভারতবর্ষ কোন দিনই ছিল না। কেন না জাতি অর্থে নেশন বলতে যা বোঝায়, ইংলন্ড, আমারিকা, রাশিয়া, চিনের মতো ভারত কিন্তু তা নয়। কারণ, সারা দুনিয়াবাসীরাই বিশদভাবে জানেন যে "নানা ভাষা নানা মত' নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"।--- ভারত কিন্তু সেই গোত্রের দেশ। এদেশের বুকে "সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্ত হামারা" অতীতেও এ ভারধারা টেকে নি আর টেকবেও না কোনদিন। এদেশে --- "পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ " এ চিন্তাধারাটাই প্রযোজ্য। মনে হচ্ছে, আপনারা ভারতবাসীর নাড়ী--- তরঙ্গ বুঝতে ভুল করছেন। ভারতীয় আদর্শের দেওয়াল -লিখন হয়তো পড়তেই পারছেন না অথবা বুঝতেই ভুল করছেন। ভুলের মাশুল কিন্তু সবাইকেই দিতে হয়েছে দিতে হবেই। কেননা, ভারত ও অবিভাজ্য। এছাড়া,বর্তমানের স্বাভাবিক গতিই আগামীদিনের ভিত্তি স্থাপন করবে। এখন ইন্টারনেটের যুগ—বিশ্বৈকতাবাদের যুগ আসছে সামনে। আন্তর্জাতিকতাবাদের জায়গা দখল করে নেবে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বৈকতাবাদ।

কমলবনে মত্ত হস্তীর দাপাদাপি শোভা পায় না। কমলবনের অপূর্ব শোভাশ্রী সকলের দৃষ্টি কড়ে নেয়। সবাই অর্থাৎ যারা সৌন্দর্য পিপাসু তারা সেই সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কাছে ভিড়ে যায় একটা সুন্দর মন নিয়ে, স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে আর নির্মল হৃদয় নিয়ে। তা বলে তো, সেক্ষেত্রে দস্যু -ডাকাত-মাফিয়াদের স্থান নেওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেনা। যারা সৌন্দর্যের মূল্যায়নে আপারগ, সৌন্দর্যের সভাস্থালে তাদেরে কে-ই বা পছন্দ করবে? তার পরেও যদি পাগলা হাতী, গাধা-ঘোড়ারা এসে দাপাদাপি করে কমলবনের মনোহারিত্বের ঘটায় ঘটায় তা কতদিন সহ্য করা যায়? তা তো অসম্ভব।

হ্যাঁ, ভারতের ইতিহাসে 'উন্মাদরাজা' -র কাহিনী আমরা পড়েছি। ক্ষমতাগর্ব চন্ডাশোকের ও পরবর্তীকালে তারই মহালোকের কাহিনীও আমরা জানি। পৃথিবীর ইতিহাসেও বহু অত্যাচারী শাসকদের কথা, নরঘাতকদের কথা, এমনকি মানবতা লঙ্ঘন কারীদের করুণ কাহিনী আমরা শুনেছি। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করেছে--- "চিরদিন কাহারো সামান নাহি যায়'। আবার, শাস্ত্র বলছে।

অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে কৌরবাঃ।

অতিদানে বলিঃ বদ্ধঃ সর্বম্ অত্যন্তগর্হিতম্।।

সি এ এ নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করুক কেন্দ্র

বরুণ দাস

না, এটা কোনওরকম মজা কিম্বা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রসিকতা নয়, নয় কোনও ভয় দেখানোর ঠুনকো খেলাও। আপনার নাগরিকত্ব নাকি যেকোনও সময় কেড়ে নিতে পারেন ফ্যাসিস্ত' কেন্দ্রীয় সরকার। এমন আশঙ্কাই জাগিয়ে তুলেছেন রাজ্যের শাসকদল সহ বিজেরি-বিরোধী দলগুলি এবং বিশিষ্টজনেরা। আপনার বৈধ নাগরিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তাঁরা। স্বভাবতই দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষ বীত-সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অসমের বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষই বেশি আতঙ্কিত। এনআরসি-আতঙ্ক এদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

অনেকেই পড়ি কি মরি করে ছুটছেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গ্রহণযোগ্য প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে। যাতে আপনি বাস্তুচ্যুত না হয়ে পড়েন। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র বলতে যা তুলে ধরা হচ্ছে,তা সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? দালালচক্র ইতিমধ্যেই গ্রামগঞ্জের প্রান্তিক মানুষদের বিভ্রান্ত করে সর্বস্বান্ত করার খেলার মাঠে নেমে পড়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা সাইবার কাফেগুলিও সুযোগ বুঝে মোটা টাকা আদায় করছে ওই কাজের জন্য মানুষের বিড়ম্বনার একশেষ।

সংবিধানের কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৭০ ধারা আর ৩৫-এ ধারা তোলা নিয়ে শোরগোল কিছুটা স্তিমিত হতেই এনআরসি এনপিএ সিএএ নিয়ে সারা দেশ একন উত্তাল।পথে ঘাটে-বসে-ট্রেনে -অফিসে -ক্লাবে-দোকানে-মাঠে-ময়দানে সর্বত্র এই তিনটি শব্দ নিয়ে তুমুল তোলপাড়। কারও সঙ্গে দেখা হলেও ওই একই কথা। কেউ না বুঝে কেউ অন্যের মুখে শুনে (যার মুখে শুনেছেন, তিনিও সবটা জানেন না) কেউ নিজের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে সম্ভাব্য প্রকাশিত হচ্ছে। তা নিয়ে অহেতুক গরমাগরম তর্ক বিতর্কও হচ্ছে চারদিকে। সবাই সবাইকে বোঝাতে চাইছে যে ব্যাপারটা আসলে কী? কেউ আর শুনতে চান না। সবাই যেন শোনাতেই বীষণ ব্যস্ত। কিন্তু তিনি বা তারা নিজেরাও সঠিক জানেন কী ওই বাচাই করা শব্দগুলির (এনআরসি-এনপিএ-সিএএ) মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিষয়গুলি যথার্থ আমাদের মধ্যে এমন কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা অহেতুক গুজব ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে রীতিমতো আনন্দ পান, আজকের শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যমে (সোশ্যাল মিডিয়ায়) লাগাতার অনেক এমন সব ভয়ানক পোস্ট ছাড়ছেন , যা পড়ে তো পক্ষু একেবারে চড়গাছ। আমাদের সবার ধন-জন বিষয়আশায়-ভিটেমাটি-নাগরিকত্ব সবকিছু কেড়ে নিতে তেড়ে রাজনৈতিক বিভেদ বিদ্বেষ ভুলে খেন পরস্পর পরস্পরের হাতে হাতে ধরে চলার সময় এসেছে। দেশের একশো ত্রিশ কোটি লোককেই নাকি ফ্যাসিস্ত কেন্দ্রীয় সরকার একধাক্কায় নাগরিকত্বহীন করে দেবে। দেশছাড়া করে ছাড়বে। ডি ভোটারকরার উদ্যোগ নেবে। ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেবে। হিন্দু- মুসলমান -বৌদ্ধ-জৈন-পার্শি-খ্রিস্টান কেউ

আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করছেন আর কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি মাত্র মুখকে দেদার গালাগাল দিচ্ছেন।

মুদ্রিত কিম্বা বৈদ্যুতিক সংবাদমাধ্যমেও এসব নিয়ে নিত্যদিন নানারকম বিভ্রান্তিক ব্যাক্যা, মন্তব্য, সংবাদ ও প্রতিবেদন তাৎপর্য? সরকারি গেজেট কজনই বা নিজেদের হাতে নিয়ে পনে দেখেছেন।

আসলে সঠিক তথা জনেন না বলেই গুজব কিম্বা বিভ্রান্তি ছড়াতে তৎপর আমাদের অনেকেই। চারদিকে শুধু গুজব আরগুজব। আসছে নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন -২০১৯ (সিএএ)। যেদিকে কোন পাতা যায় সেদিকেই কেবল গেল গেল বর শোনা যাচ্ছে। সবাই যেন বলতে চাইছে, আর দেরি নয়, এবার জোট বাঁধো তৈরি হলও স্লোগান। পুরনো এদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। ফলে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ওই কালাকানুন অবিলমেব ছিঁড়ে ফেলুন, পুড়িয়ে ফেলুন। জ্বালিয়ে দিন। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রতিনিধিকে কেউ কোনও নথি দেখাবেন না। বাড়ি এলে কুকরের মতো তাড়িয়ে দেবেন। এমনই জরুরি নির্দেশ জারি করছে কেন্দ্রবিরোধী রাজ্য সরকারগুলি। শুধু নির্দেশ জারিই নয় সরকারের প্রধান মাথা (সাশক দলেরও) নিয়ম করে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ প্রতিরোধ পা মেলাচ্ছে। অভয় দিচ্ছেন দিল্লীর কেউ তেমন কাজ করতে এলে তাঁর মৃতদেহের উপরদিয়ে করতে হবে—এমন কথাও বলছেন।

সাধারণ মানুষ শাসকদলের নেতাদের সেসব আশ্বাস সাময়িকভাবে বিশ্বাস করে কিছুটা বুকে বল ভরসা পাচ্ছেন বটে,কিন্ত পাশাপাশি গ্রহণযোগ্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহের জন্যও উঠেপড়ে লেগেছেন আসলে দলমতনির্বিশেষে রাজনীতিকদের বিশ্বাসযোগ্যতা তো দ্রুত কমে যাচ্ছে। আজ আর কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না। উভয়পক্ষই এটা ভালোমতো জানেন। ফলে উভয়ের মধ্যে তৈরিহয়েছে দেনাপাওনার ঠুনকো সম্পর্ক। পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছেন না। ফলে জমিজমা সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি দফতরে উপচে পড়া ভিড়।

স্থানীয় পুরসভা সহ মহকুমা কিম্বা জেলা খাদ্য ও সরবহার দফতরে নতুন রেশন কার্ডের আবেদন কিম্বা পুরনো কার্ড সংশোধনের লম্বা লাইন, আধার কিম্বা প্যান কার্ড সংশোধনের জন্য রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ চলছে পাল্লা দিয়ে। সাধারণ মানুষ সবকিছু বুলে নিজেদের বৈধ নাগরিকত্ব রক্ষার প্রমাণপত্র সংগ্রহেই ভীষণ ব্যস্ত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

১৪ই ফেব্রুয়ারী পুলওমায়া আত্মঘাতী হামলায় নিহত জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার আগরতলায় এক স্মরণসভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

চিনে করোনাভাইরাসে হতাহতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শোক

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারি ১৪।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা চীনের উহান শহর ও অন্যান্য স্থানে করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নিহতদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলে ১৭ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য 'মুজিব বর্ষের'উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং উপস্থিত থাকবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। চীনের প্রেসিডেন্ট এবং সিপিসির সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিংয়ের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে চীন সরকার সর্বোচ্চ দতা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে পরিস্থিতির অবনতি মোকাবিলা করতে এবং সংক্রমণ থামাতে সম হবে।

শুক্রবার ঢাকার বিদেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন এ সংকট নিরসনে একটি টাস্কফোর্স গঠন ও জরুরি হাসপাতাল স্থাপন সময়োপযোগী ও প্রশংসার দাবিদার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার বন্ধুত্বপূর্ণ চীনের সরকার ও আক্রান্তদের মানুষের দুর্দশা লাঘবে তাদের পাশে থাকবে। ভুক্তভোগীদের দুর্দশা লাঘবে যে কোনো ধরনের সহায়তা দিতে বাংলাদেশ প্রস্তুত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। চীনে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের এ সঙ্কটময় মুহূর্তে সুরা দেয়ায় চীনের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। চীন ও সেদেশের জনগণের প্রতি প্রেসিডেন্ট শি'র দ নেতৃত্ব এবং অঙ্গীকারের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রেসিডেন্ট শি'র বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব চীনকে উন্নয়নের অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে চীন উন্নয়নের বিশ্ব মডেল হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। আন্তর্জাতিককে ত্রে বিশেষ করে এশীয় অঞ্চলে চীনের প্রেসিডেন্টের অবদান সত্যই প্রশংসার দাবিদার, বলেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চীন সফর বাংলাদেশ এবং আধুনিক চীনের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। আর সম্পর্ক উন্নয়নে আপনার অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অধীনে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে, উল্লেখ করেন তিনি। চীনের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদার মুক্তির বিষয়ে আ.লিগ-বিএনপি ফোনালাপ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারি ১৪।। বিএনপি চেয়ার পারসন খালেদা জিয়ার প্যারোলের মুক্তির বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।শুক্রবার সকালে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমণ্ডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সাধারণ সম্পাদক এ কথা জানান। কাদের বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে আমার সঙ্গে ফখরুল ইসলাম আলমগীরের টেলিফোনে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন প্রধানমন্ত্রীকে খালেদা জিয়ার প্যারোলের বিষয়ে বলি। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। এ ব্যাপারে তারা লিখিত কোনো আবেদন পাননি। তারা (বিএনপি) শুধু মুখে মুখেই বলছেন, কিন্তু লিখিত কোনো আবেদন করেননি। এটা দুর্নীতির মামলা। রাজনৈতিক মামলা হলে সরকার বিবেচনা করতে পারতো। বিএনপি বারবার সরকারের কাছে খালেদা জিয়ার মুক্তি বা প্যারোলে মুক্তি চাচ্ছে, কিন্তু বিষয়টি রাজনৈতিক মামলা নয়। সরকার বিষয়টি তখনই বিবেচনা করতে পারতো, যদি সেটা রাজনৈতিক হতো।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মেডিকেল বোর্ড যে রিপোর্ট দেবে তা আদালতের কাছে পৌঁছাতে হবে। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে নেতারা যেভাবে বলেন, দায়িত্বরত ডাক্তাররা সেভাবে বলেন না। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সরকার এতটা অমানবিক আচরণ করবে না। আরেক প্রশ্নের জবাবে কাদের বলেন, বিএনপি এক মুখে দুই কথা বলেন।এটা দ্বিচারিতা। তারা কী চান নিজেরাই জানেন না। এ কারণে তারা রাজনীতিতে সফল হতে পারছেন না। মন্ত্রিপরিষদে রদবদলের বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদের রদবদল-পুনর্বিন্যাস সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার। কাজে গতি আনার জন্য মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন

ছয়ের পাতায়

প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বিদেশ যেতে চান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারি ১৪।। প্যারোলে মুক্তি নিয়ে কারাবন্দী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা করাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তার ভাই-বোনেরা। এজন্য বেগম জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর জন্য মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ চেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রথম লিখিত আবেদন করেছে তার পরিবার। কিন্তু বেগম জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে দলটির প থেকে এতদিন কোন দৃশ্যমান প্রচেষ্টা করতে দেখা যায়নি। তবে এবার বিএনপি চেয়ারপারসনকে প্যারোলে মুক্তি দিতে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে ফোন করে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু এরপরও রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রশ্ন উঠেছে যে, বেগম খালেদা জিয়া প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাবেন? আর যদি বেগম খালেদা জিয়া মুক্তির আবেদন করেন তাহলে সরকার কি সেটা গ্রহণ করবে? বেগম জিয়ার পরিবারের প থেকে আবেদন করার পর থেকে বিএনপির নেতাদের মধ্যে এসব প্রশ্ন উঠেছে বলে দলটির নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিএসএমএমইউতে বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন তার স্বজনেরা। ওইদিন দুই বছর ধরে কারাগারে আবদ্ধ থাকা খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর জন্য মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ চেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রথম লিখিত আবেদন করেছে তার পরিবার।

জানা গেছে, খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর লিখিত আবেদনে খালেদা জিয়ার ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার শামীম ইস্কান্দার লিখেছেন, খালেদা জিয়ার দ্রুত অবনতিশীল স্বাস্থ্যের পরিপ্রেতে যেকোনো অপূরণীয় তি এড়াতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিদেশী হাসপাতালে চিকিৎসা প্রয়োজন।

খালেদা জিয়ার পরিবারের প থেকে ব্যয় বহন করে এবং তাদের দায়িত্বে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়াররে ত্রে হাসপাতাল কর্তৃপরে সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে আবেদনে। এবিষয়ে বেগম জিয়ার বোন সেলিমা ইসলাম বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা প্রতিনিয়ত খারাপ হচ্ছে। এজন্য তারা বিদেশে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে হলেও তার মুক্তি চান। আমরা চাচ্ছি সরকার বিবেচনা করুক। যেভাবেই হোক, তাকে বিদেশে নেয়ার জন্য আমাদের পারমিশন দিক। প্যারোলে দিলেও দিতে পারে। তবে বেগম খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির আবেদন করতে হবে কারাগারের জেলার বরাবর। পরে জেলার সেই আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। সেখান থেকে আবেদনটি যাবে আদালতে। আর এই আবেদনে অবশ্যই বেগম খালেদা জিয়ার স্বার থাকতে হবে। তাই এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, বেগম জিয়া কি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাবেন?

এবিষয়ে সেলিমা ইসলাম বলেন, খালেদা জিয়ার সম্মতি থাকবে। কারণ তার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, বাম হাত সম্পূর্ণ বেঁকে গেছে, ডান হাতেরও খারাপ অবস্থা, চোখ দিয়েও অনবরত পানি পড়ছে, পায়ে কোনো সাপোর্ট রাখতে পারছে না। এই অবস্থায় একটা মানুষতো চিকিৎসার জন্য যেখানেই হোক যেতে চাইবে। এদিকে খালেদা জিয়ার প্যারোলের মুক্তির বিষয়ে ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এবিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে আমার সঙ্গে ফখরুল ইসলাম আলমগীরের টেলিফোনে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন প্রধানমন্ত্রীকে খালেদা জিয়ার প্যারোলের বিষয়ে বলি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, মেডিকেল বোর্ড যে রিপোর্ট দেবে তা আদালতের কাছে পৌঁছাতে হবে।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিএনপির নেতারা যেভাবে বলেন, দায়িত্বরত ডাক্তাররা সেভাবে বলেন না। আর খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সরকার এতটা অমানবিক আচরণ করবে না। জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, উনি (ওবায়দুল কাদের) কী বলেছেন। এটা উনাকে জিজ্ঞাসা করলে, উনাকে বললে বেটার হবে। এখন প্রশ্ন একটাই যে, দেশনেত্রীকে এই মুহূর্তে তার শরীরের যে অবস্থা, গুরুতর অবনতি হয়েছে তার ট্রিটমেন্টের জন্য তাকে বাইরে বিদেশে পাঠানোর জন্য তার পরিবার থেকেই আপনার আবেদন জানানো হয়েছে। সরকারের এখন আর এগুলো নিয়ে বা অন্য কারো এগুলো নিয়ে অন্যকোনো রাজনীতি না করে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে তাকে মুক্তি দেয়াটা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। প্রসঙ্গত, জিয়া অরফানেজ এবং চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়ার ১৭ বছরের সাজা হয়েছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার জেল খাটার দুই বছর পুরো হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১০ মাস ধরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

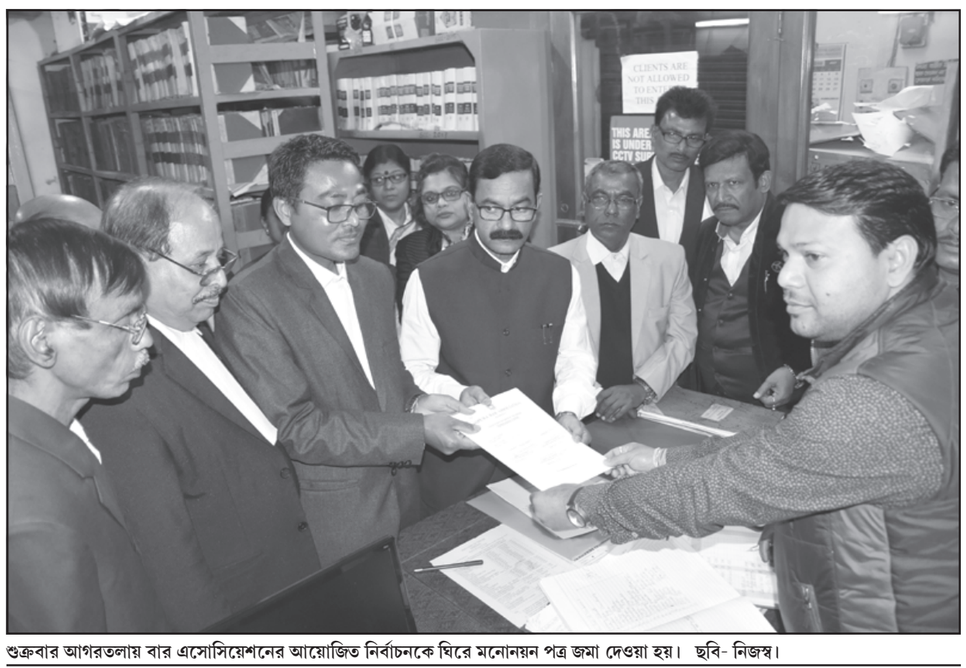

শুক্রবার আগরতলায় বার এসোসিয়েশনের আয়োজিত নির্বাচনকে ঘিরে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

পুলওয়ামার বর্ষপূর্তির দিনেও সীমান্তে গুলি চালাল পাক সেনা, মৃত এক

জম্মু, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার পুলওয়ামার বর্ষপূর্তির দিনেও জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটছে। পাকিস্তানের ছোঁড়া এই গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক গ্রামবাসীর। ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে, বিনা প্ররোচনায় শেলিং করতে শুরু করে পাক বাহিনী। শাহপুর এবং কেরনী সেক্টরে এই শেলিং-এর ঘটনা ঘটে। আর্মির তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার পুঞ্চ জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি আস্তানায় হানা দেয় এবং গোলা বারুদ উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, পুলিশ ৩৯ রোমিও ফোর্সকে সঙ্গে নিয়ে পুঞ্চের কুনাইয়ানে কর্ডন্স অ্যান্ড সার্চ অভিযান শুরু করে এবং সন্ত্রাসীদের আস্তানাতে হানা দেয় উদ্ধার হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে, একটি একে ৭৪ রাইফেল, একটি চাইনিজ পিস্তল এবং একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন। ঘটনায় পুঞ্চ সেক্টরের একটি থানাতেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার পুলওয়ামায় বর্বরোচিত জঙ্গি হামলার এক বছর পূর্ণ হল। দেশের অন্যতম কালো দিনের একটা বছর পূর্ণ হল। গত বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় শহিদ হন ৪০ সিআরপিএফ জওয়ান। জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে পুলওয়ামায় সেনা কনভয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সিআরপিএফের প্রায় ৭৮টি গাড়ি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। নিহতদের স্মরণে শুক্রবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের টুইট, "২০১৯ সালে পুলওয়ামায় যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণ করছি। ভারত তাঁদের ত্যাগ ভুলবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই চলবে।"

শীতের আমেজ কাটিয়ে বসন্ত আসছে শহরে

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শীতের চাদর সরিয়ে তাপমাত্রা বাড়ছে শহর কলকাতায় উ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অনেকটাই বাড়ল দিন-রাতের তাপমাত্রা । বৃহস্পতিবার এর তুলনায় আজ শহর কলকাতার তাপমাত্রা বাড়ল ১ ডিগ্রী।

আগামী ২৪ ঘন্টায় রাতের তাপমাত্রা বড় কোনও পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এদিন দার্জিলিং বাদ দিয়ে বেশিরভাগ শহরেরই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। শীতের বেশীর ভাগটাই ছিল হয় তীব্র হাড় কাপানো শীত নয়তো হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। হঠাৎ করেই পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারনে সেই ইনিংস মন্থর হয়ে যাওয়ায় বারবার হতাশ হয়েছিল শীত প্রেমিরা। নতুন বছরেও বৃষ্টি হয়েছে কয়েকবার। শীতও ফিরেছে বারবার স্বমহিমায়। সরস্বতী পুজোতেও তার অন্যথা হয়নিউ এবার শীতের পাট গুটিয়ে আসতে চলেছে বসন্তউ।

এদিন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পরিষ্কার আকাশ-শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই উ আগামী ২ দিন তাপমাত্রা আরও বাড়বে। বেলা বাড়তেই গরম বাড়বে । আগামী চার-পাঁচ দিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । সকালে কিছুটা ঠান্ডা অনুভূত হলেও বেলা

ছয়ের পাতায়

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ১৭১৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী, জানাল চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন

বেজিং, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ক্রমশই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে চিন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে আরও ১১৬ জনের। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১,৪৮৩জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে উ আক্রান্তের সংখ্যা কমপক্ষে ৬৫ হাজার। যার মধ্যে আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ১৭১৬ জন উ শুক্রবার এই তথ্য দিয়েছে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন উ যার মধ্যে হ''জনের মৃত্যু হয়েছে। আর এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পরেই ভয়ঙ্কর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে চিনের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মহলে।

চিনে করোনাভাইরাসে মৃত এবং আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও জানিয়েছে, এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি ভাইরাসের প্রকোপ। সব মিলিয়ে চিনের সঙ্গে গোটা বিশ্বেই উদ্বেগ বাড়ছে। এরই মধ্যে আতঙ্কের বিষয়, সঙ্কট তৈরি হয়েছে চিনের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। যে হুবেই প্রদেশে ভাইরাসের থাবা সবচেয়ে বেশি, সেখানে দিন-রাত এক করে কাজ করছেন স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকরা। মুখোশ, গ্লাভস, পোশাক ও নিরাপদ চশমার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁরা এক বার খাচ্ছেন। কারণ হাসপাতালে বার বার পোশাক, গ্লাভস, মুখোশ খুলে খাওয়া দাওয়ার সময় সংক্রমণ হতে পারে।

এই অবস্থায় সে দেশের চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন শুক্রবার জানিয়েছে, করোনাভাইরাস আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ১৭১৬। মৃত্যু হয়েছে ছ''জনের। স্বাস্থ্য কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর জেং ইক্সিন বলেন, ''''আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ১১০২ জনই হুবেই প্রদেশের। মোট আক্রান্তের ৩.৮ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মী। মৃত্যুর হার ০.৪ শতাংশ। তবে তাঁদের সংক্রমণ হাসপাতাল থেকে নাকি সাধারণভাবেই হয়েছে, তা এখনও তদন্ত ও গবেষণার বিষয়।''''

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডেমিওলজির অধ্যাপক বেঞ্জামিন কাউলিং বলেন, ''''আমি মনে করি এটা অত্যন্ত উদ্বেগের। উহানে এক একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে অনেক রোগীর দেখভাল করতে হচ্ছে। সেই চিকিৎসা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলে সেটা খুবই ভয়ঙ্কর।''''

সামনেই মাধ্যমিক, স্কুলের মাঠে মাইক বাজিয়ে অনুষ্ঠানের অভিযোগ

হুগলি ,১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে বিনা অনুমতিতে স্কুলের মাঠে মাইক বাজিয়ে অনুষ্ঠানের অভিযোগ।হুগলির কোন্নগরের ঘটনাটি ঘটেছে কানাইপুর পঞ্চায়েতের বরোবহেরা স্কুলের মাঠে।এদিন এই স্কুলের মাঠে স্কুল চলাকালীন জোড়ে মাইক বাজিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করছে নবগ্রামজ পঞ্চায়েতের শিশুভারতী হাই স্কুল।

কিন্তু বরোবহেরা প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ এই মাঠটি অর্ধেক স্কুলের ও অর্ধেক স্থানীয় ক্লাবের,শিশুভারতি স্কুল তাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা তাদের জানিয়েছিলো কিন্তু যেহেতু তাদের স্কুল খোলা থাকবে আর কয়েকদিন বাদেই মাধ্যমিক পরীক্ষা সেই কথা ভেবে ও নিয়ম মেনে বরোবহেরা স্কুলের তরফ থেকে শিশুভারতি স্কুলকে অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি।অপর দিকে শিশুভারতি স্কুল কতৃপক্ষ জানায় যে তারা স্থানীয় ক্লাব ও পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়ে মাইক বাজিয়ে এই প্রোগ্রাম করছে।স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা দাবি করে তারা পঞ্চায়েতকে জানিয়ে শিশুভারতি স্কুলকে অনুমতি দিয়েছে।কিন্তু কানাইপুর গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান আচ্ছেলাল যাদব বলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তাকে এই বিষয়টা জানিয়েছিলো যেহেতু স্থানীয় সদস্য এই বিষয়টির অনুমতি দেয় নি তাই পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি।কিছুদিন আগেই এই স্কুল মাঠে স্কুল চলাকালীন মাইক বাজিয়ে মেলা করার অভিযোগ উঠেছিল।এবার একদম মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে স্কুল চলাকালীন কোনো অনুমতি ছাড়া কিভাবে অন্য একটি স্কুল মাইক বাজিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করছে সেই বিষয় উঠছে প্রশ্ন।

এলপিজির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজাবাজারে অবরোধ যুব কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হঠাৎ করে সিলিন্ডার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্ভোগে নাজেহাল সাধারণ মানুষ উ এলপিজি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিতে ক্ষোভে ফেটে পরছেন অনেকেই উ আর সেই ক্ষোভ থেকে শুক্রবার যুব কংগ্রেসের সমর্থকরা এলপিজির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তা আটকে রাজাবাজার মোড়-এ বিক্ষোভে দেখায় উ ব্যস্ত সময়ে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখানোয় তীব্র যানজটে

ছয়ের পাতায়

খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বারস্থ বিএনপি

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিএনপি-র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য অনেক আইনি লড়াই ছেড়ে এবার শাসকদল আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বেশ কিছুদিন ধরেই দুর্নীতির দায়ে সাজা খাটছেন বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। সম্প্রতি তাঁর প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে আলমগীর ফোন করেছিলেন কাদেরকে। শুক্রবার দুপুরে রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডিতে আওয়ামি লিগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত একটি সংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, "মির্জা ফখরুল ইসলাম দলের পক্ষ থেকে খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়েছেন। এবিষয়ে আমাকে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানাতেও বলেন। বিষয়টি আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। তিনি বলেন, "খালেদা জিয়া যে মামলায় কারাগারে রয়েছেন তা দুর্নীতির মামলা। রাজনৈতিক মামলা হলে সরকার বিবেচনা করতে পারত। কিন্তু, এই বিষয়টা এখন সম্পূর্ণ আদালতের হাতে। বিএনপি এবং খালেদা জিয়ার আত্মীয়রা বিচ্ছিন্নভাবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মুক্তির বিষয়ে বলছেন। কিন্তু তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কোনও আবেদন এখনও করেননি।"

শুক্রবার আগরতলায় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এসসি বিভাগ থেকে এক র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডায়ারিয়া

ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী

জলের মত পাতলা পায়খানা যদি তিনবারের বেশী হয় তবে আমরা বলব যে ডায়ারিয়া হয়েছে। এমন কতবার পায়খানা হল তার হিসেবের চাইতে পায়খানা কিরকম হল তা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সহজভাবে বলতে গেলে একে বলা হয় ডায়ারিয়া ডিজিজ বা পেট খারাপের রোগ। চার রকমের পাতলা পায়খানা আমরা দেখি।

১। **পাতলা জলের মত পায়খানা ঃ** যা কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েকদিন ধরে হতে পারে এবং যখন শরীরের জল কমে গিয়ে ডিহাইড্রেশন হয়, যদি অন্যান্য খাদ্য কমিয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ হিসেবে আমরা বলব যে, ই কলি এবং রোটা ভাইরাস জাতীয় জীবাণুর আক্রমণের ফলে।

২। **হঠাৎ করে রক্তমিশ্রিত ডায়ারিয়া ঃ** একে আবার আমাশা বা ডিসেন্ট্রি বলা হয়। এই অসুখে অন্ত্রের ভেতরের কোষগুলিকে ক্ষতি করে, সেকসিস হতে পারে এবং অপুষ্টি হতে পারে। সবচাইতে মারাত্মক জটিলতা হল শরীরের জল কমে যাওয়া বা ডিহাইড্রেশন। এই পায়খানাতে রক্ত দেখা যায়। সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে শিজেলা, যে জীবাণুর জন্য এই ভয়ঙ্কর রোগের সৃষ্টি হয়।

৩। **পাতলা পায়খানা হতেই থাকা ঃ** যে পায়খানা ১৪ দিন বা তার বেশী সময় ধরে হয়। সবচাইতে বড় জটিলতা হল অপুষ্টি এবং শরীরের অন্যান্য রোগ। সাথে ডিহাইড্রেশন থাকতে পারে। যেসব রোগী এইডস রোগে ভুগছেন তাদের এই ধরনের ডায়ারিয়া হতে দেখা যায়।

৪। **অপুষ্টির (ম্যারাসমাস ও কোয়াশিওরকর), সাথে পাতলা পায়খানা ঃ** সবচাইতে বড় বিপদ হল শরীরে অন্যান্য ইনফেকশান হওয়া ডিহাইড্রেশন, হার্ট ফেলিওর, ভিটামিন এবং খনিজ দ্রব্যের ঘাটতি হওয়া।

পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের মৃত্যু প্রধান কারণ হল ডায়ারিয়া। এখন যদিও এর সংখ্যা কমেছে। ২০১২ সালে ১,৬০০ শিশু ৫বছর বয়সের নীচে মারা গিয়েছিল এই পাতলা পায়খানা হওয়ায়। শতকরা নয় ভাগ পাঁচ বছর বয়সের নীচে শিশুও মারা যায় এই ডায়ারিয়াতে। বেশিরভাগ মৃত্যুই ২বছর বয়সের নীচে হয়। আসলে ডায়ারিয়া এখনও কমেনি, তবে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে। পাঁচ বছরের নীচের বয়সের বাচ্চাদের এখনও বছরে তিনবার পাতলা পায়খানা হয়। প্রতি বছর এখনও ৫ বছর বয়সের নীচে বাচ্চারা ভোগে প্রায় ১.৪ বিলিয়ন এই রোগে এবং ১২৩ মিলিয়ন বার হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসে এবং ৬২ মিলিয়ন ডেলি (DALY) নষ্ট হয়। ভারতবর্ষে এখনও ৫ বছর বয়সের নীচে প্রায় শতকরা ৮ ভাগ মৃত্যু হয় পাতলা পায়খানাতে। ২০১৪ সালে ১১.৬ মিলিয়ন শিশুরা এই রোগে ভুগে ১.৩২৩ জন মারা গিয়েছিল আমাদের দেশে।

মানুষজন যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় অল্প কয়েকদিনের জন্য বেশী লোকজন একই স্থানে থাকলে, নোংরা অপরিষ্কার জল খেলে, শৌচালয় সঠিক না হলে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকলে, নোংরা খাবার খেলে আর অপুষ্টি থাকলে — এই ডায়ারিয়া রোগ বেশী দেখা যায়। স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ না থাকলে, আর যোগাযোগের অভাব হলে ডায়ারিয়া রোগ কমানো অসম্ভব।

ডায়ারিয়া হলে অর্থনৈতিক ভাবে খুব অসুবিধা হয় স্বাস্থ্য বিভাগে। গত এক দশক এই ডায়ারিয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মুখে জল খাওয়ার ব্যবস্থাই প্রধান।

এই ডায়ারিয়া প্রতিরোধ করতে হলে ঃ পরিচ্ছন্ন খাবার জল, পরিচ্ছন্ন শৌচের ব্যবস্থা, সঠিকভাবে টিকাকরণ, হামের টিকা সঠিক সময়ে দেওয়া, ভিটামিন সঠিকভাবে খাওয়ানো — এসব ব্যবস্থা নিতে হবে।

সঠিকভাবে ওআরএস খাওয়াতে হবে। বাড়িতে তৈরি সরবতও খাওয়ানো যেতে পারে চিকিৎসকের পরামর্শে।

ওআরএস খাওয়াবার সময় যেন অন্যান্য খাবার সাথে সাথে খাওয়াতে হবে।

আমাদের দেশে ডায়ারিয়া ইনফেকশন হয়--- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য কারণে। রোটা ভাইরাস আবিষ্কার হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। যার থেকে ভয়ংকর, শরীরের জল শুকিয়ে যাওয়া, ডায়ারিয়া হতো ৫ বছরের নীচের শিশুদের সমস্ত পৃথিবীতে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ১ বছর বয়সের আগেই রোটা ভাইরাস থেকে পাতলা পায়খানা হয়। সাধারণত ৬ মাস থেকে ২৪ মাস বয়সে বেশী দেখা যায় এই রোটা ভাইরাস থেকে বমি। রোটা ভাইরাস থেকে আবারও আক্রমণ হতে পারে। গরম দেশে এই রোটা ভাইরাস থেকে সারা বছরই ইনফেকশন হতে পারে। এর থেকে সংক্রমণ খুব বেশী হয়।

মুভি রিভিউ ''লাভ আজ কাল'': দুই প্রজন্মের তুল্যমূল্য বিচারেই আটকে রইল ভালবাসা

ছবি: লাভ আজ কালঅভিনয়: কার্তিক আরিয়ান, সারা আলি খান, রনদীপ হুডা, আরুষি শর্মাপরিচালনা: ইমতিয়াজ আলিসাত দু''গুণে চোদ্দোর নামে চার। এবং তার পর, হাতে রইল পেন্সিল।এক লাইনে বলতে হলে এটাই ইমতিয়াজ আলি-র নতুন ছবি ''লাভ আজ কাল''-এর সারমর্ম। নব্বুইয়ের দশক এবং ২০২০ এই দুই সময়কালের দুই যুগলের এক জোড়া প্রেম, এক জোড়া বিচ্ছেদ এবং শেষমেশ দু''রকমের পরিণতি। আর প্রায় সমান্তরালে বইতে থাকা দুই কাহিনির হাত ধরে বলতে চাওয়া যুগ বা মানসিকতা পাল্টালেও এক থেকে যায় ভালবাসার অনুভূতি। তবে দুই প্রজন্মের দু''রকম মানসিকতা, জীবনের কাছে দু''রকম চাহিদার ককটেলে দু''ঘণ্টা উনিশ মিনিট কাটিয়ে দর্শকের প্রাপ্তি অবশ্য ওই হাতে রইল পেন্সিল।ছবি মুক্তির জন্য দিনটা ভালই বেছেছিলেন পরিচালক। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ভালবাসার দিনে, ভালবাসার ছবি। প্রথম দিনের প্রথম শো-তে সাতসকালে দর্শকাসনে যুগলরাই ভিড় জমাবেন, তাতেই বা সন্দেহ কী! তবু গোড়াতেই গোলমাল হয়ে গেল হিসেবে। এবং ''জব উই মেট'', ''ককটেল'' কিংবা ''হাইওয়ে''র ম্যাজিক দূরে থাক, এমনকি,''লাভ আজ কাল (২০০৯)-এর ধারেকাছেও পৌঁছতে পারলেন না ইমতিয়াজ আলি নিজেই! ফলে কার্তিক আরিয়ানের প্রাণবন্ত অভিনয়, সারা আলি খানের গ্ল্যামার, আরুষি শর্মার নিষ্পাপ সৌন্দর্য এবং রণদীপ হুডার স্বল্প পরিসরেও জাত চিনিয়ে দেওয়া চরিত্রায়ণ কার্যত বৃথাই গেল শেষমেশ।বির শুরুতেই এক দিকে নব্বুইয়ের দশকে রঘু (কার্তিক) ও লীনা (আরুষি) এবং অন্য দিকে, ২০২০-তে দাঁড়িয়ে বীর (কার্তিক) এবং জয়ীর (সারা) সম্পর্কের আঁচ পেয়ে যান দর্শক। বীর আর সারা-র সম্পর্ক এগোয় রাজের (রণদীপ হুডা) ক্যাফে মাজি-তে। ''মাজি'' কথাটির অর্থ অতীত, গল্পের পরতে পরতে যে অতীতের সঙ্গে আলাপ হতে থাকে দর্শকের। কারণ ক্যাফে-র মালিক রাজ আর কেউ নন, নব্বইয়ের দশকের প্রেমকাহিনির নায়ক রঘু। জীবন চলে গেছে কুড়ি কুড়ি বছরের পার। রাজের মন জুড়ে তবু ছেয়ে থাকে রঘু আর লীনাই। তাই খানিকটা আগ বাড়িয়েই তিনি হয়ে ওঠেন বীর আর জয়ীর এলোমেলো সম্পর্কের সূত্রধর। নাকি তাঁর অজান্তেই ২০২০-র গল্পে বীর আর জয়ী হয়ে ওঠেন তাঁরই হাতের পুতুল?ছবির দৃশ্যে কার্তিক আরিয়ান, সারা আলি খানএর পরে বাকিটুকু অবশ্য খানিকটা তুল্যমূল্য বিচার কিংবা পরীক্ষার খাতায় দুই যুগের পার্থক্য লেখার মতো। একেবারে এ কালের আধুনিকা, আকণ্ঠ মদ্যপান, ডেটিং, হুক-আপ, অনর্গল স্ল্যাং বলা, কেরিয়ার সর্বস্ব জয়ীর সঙ্গে বীরের চিরন্তন প্রেমের ''সেকেলে'' ভাবনার মিলমিশ হতে চায় না। হাল না-ছাড়া বীর তবু সারার পিছনে পিছনে এসে পৌঁছন রাজের ক্যাফেতে। তাঁদের দেখতে দেখতে অতীতে ফিরে যাওয়া রাজই নিজের ভালবাসার গল্প বলেন জয়ীকে। সমাজের চোখরাঙানির তোয়াক্কা না করে রঘুর সঙ্গে লীনার দুর্নিবার প্রেম, লীনার জন্য মেডিক্যালের পড়াশোনা, ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পিছনে ফেলে তার পিছু পিছু দিল্লি যাওয়ার গল্প শুনতে শুনতে ''ওল্ড স্কুল'' ভালবাসাতেই জড়িয়ে পড়ে জয়ী। দুবাইয়ে কাঙ্ক্ষিত চাকরির হাতছানি ছেড়ে, পরিবার ফেলে লিভ ইন শুরু করে বীরের সঙ্গে। তার পর একদিন রাজকে অন্য এক মহিলার সঙ্গে আবিষ্কার এবং লীনার সঙ্গে বিচ্ছেদের গল্প শুনে ফের কেরিয়ার-জীবনের সঙ্গে আপস করতে না চাওয়া মনোভাব ফিরে পায় জয়ী। বীরের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙেও ফেলে।বীর-জয়ীর জীবন দুই খাতে বইতে শুরু করে ফের। এই পরিস্থিতিতে ফের গল্পে ঢুকে পড়েন রাজ। লীনাকে তিনি যে ভুলতে পারেননি এবং শেষমেশ ভুল শোধরাতে চেয়েও কী ভাবে অধরাই থেকে গিয়েছে ভালবাসার অমূল্যরতন, এ বার সে গল্প শোনান জয়ীকে। ভুল ভাঙে এ কালের কন্যের। জোড়া লাগে বীরের সঙ্গে ভাঙা সম্পর্ক।মধুরেণ সমাপয়েতের এ কাহিনিতে যুক্তি খুঁজতে যাওয়া বারণ। এ কালের আধুনিক মনোভাবাপন্ন জয়ী স্রেফ গল্প শুনে প্রভাবিত হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েন কী করে, কিংবা উদয়পুরের ছোট শহরের জীবনযাপন থেকে দিল্লির জাঁকজমকে, পুরুষ-নারীর খোলামেলা সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়ে লীনাকে নিজের জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলা রঘু ঠিক কেন ফের লীনার বিহনে কাতর হয়ে পড়েন, তার উত্তর মেলেনি। তবে বীর এবং রঘু, দুই ভূমিকাতেই মানানসই অভিনয়ে প্রাণবন্ত লেগেছে কার্তিককে। বরং স্ট্রিটস্মার্ট হতে গিয়ে বেশ লাউড লাগে সারাকে। রূপ-লাস্যে, মেকআপ-কস্টিউমে নজর কাড়লেও অভিনয়ে দাগ কাটতে পারেননি সেফ আলি-অমৃতা সিংহের সুন্দরী কন্যে। তার চেয়ে পাশের বাড়ির মেয়ের মিষ্টি সৌন্দর্যে, খানিকটা টিউলিপ জোশীকে মনে পড়িয়ে দিয়ে আরুষি স্নিগ্ধতা ছড়ান খানিক। এ ছবির প্রাপ্তি সেই অর্থে একমাত্র রণদীপ হুডাই। তাঁর মাপা অথচ বলিষ্ঠ অভিনয় কখনও হাল ধরেছে, কখনও বা এগিয়ে দিয়েছে গল্পের গতি। বলা ভাল, এ গল্প বোনা সুতো ছিল তাঁরই হাতে।তবে বাকিটা স্রেফ কুড়ি বছরে যুগ পাল্টে যাওয়াকে মাথায় গেঁথে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা।

সলমানের প্রশংসায় দিশা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: সলমান খানের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে ছিল তাঁর বহুদিনের। তেমন কোনও সুযোগ হাতে আসছিল না, কিন্তু ''ভারত'' ছবির ''স্লো মোশন'' গানটি দিশা পাটানিকে এনে দিয়েছে সাফল্য। আরও একবার তিনি সলমানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পান। সাইড রোলে নয়, ''রাধে: দ্য মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই''-তে অভিনেতার নায়িকা হয়েছেন দিশা। ''ভারত'' ছবির শ্যুটিংয়ের সময় সলমান কথা দিয়েছিলেন, তিনি দিশার সঙ্গে কাজ করবেন এবং কথাও রাখলেন।সলমানের বিষয়ে দিশাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''তিনি একজন ভাল মানুষ এবং অসাধারণ অভিনেতা। তাঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এত বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার পরেও সলমানের মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসেনি। তিনি সারাক্ষণই পরিশ্রম করে চলেছেন। সবার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন। তিনি আমাদের কখনই মনে হতে দেন না, যে তিনি একজন সুপারস্টার। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যি খুব খুশি। শীঘ্রই আমাদের ছবির ট্রেলার সামনে আসবে।''কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে মোহিত সুরি পরিচালিত ''মালাঙ্গ''। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিশা পাটানি, আদিত্য রায় কাপুর, কুণাল খেমু এবং অনিল কাপুরও।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।২. পরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিপরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিতে এজিইএস নামে বিষাক্ত উপাদান থাকার কারণে এটি প্রদাহ বাড়ায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন জয়েন্টের ওপর চাপ ফেলে এবং ব্যথা বাড়ায়।৩. পরিশোধিত লবণপরিশোধিত লবণকে টেবিল সল্টও বলা হয়।এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে আপনি জয়েন্টের ব্যথায় ভুগে থাকলে এটি কম পরিমাণে খাওয়াই ভালো।এ ছাড়া পরিশোধিত লবণের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডিটিভ ও রাসায়নিক। এগুলো শরীরের তরলের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিশোধিত এর বদলে পিংক সল্ট বা সি সল্ট খেতে পারেন।

বাবা-মেয়ের নিখাদ সম্পর্কের চিত্রনাট্য ''আংরেজি মিডিয়াম''

বৃহস্পতিবারই ইরফান খান ও রাধিকা মাদানের ''আংরেজি মিডিয়াম''-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে আনলেন নির্মাতারা। করিনা কাপুর খান, দীপক দোবরিয়াল, ডিম্পল কপাডিয়া, রণবীর শোরে, পঙ্কজ ত্রিপাঠী এবং কিকু শারদা অভিনীত এই ছবিতে ইরফান খান ও রাধিকা মাদানের মিষ্টি সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে। ২০১৭ সালে তৈরি ''হিন্দি মিডিয়াম'' ছবির সিক্যুয়েল ''আংরেজি মিডিয়াম''।মেয়ের স্বপ্নপূরণের জন্য যে কোনও কিছু করতে রাজি বাবা। ইরফান ও দীপক পর্দায় হাসির ঝড় তুলবেন, যেখানে করিনা কাপুর ও ডিম্পল কিছুক্ষণের পর্দায় উপস্থিতি দর্শকের নজর কাড়বে।''আংরেজি মিডিয়াম''-এ প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করছেন ইরফান খান ও করিনা কাপুর খান। পূর্বে আইএএনএস-কে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে করিনা বলেছিলেন, তিনি এই প্রজেক্টটি নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত।করিনা বলেছিলেন, ''ইরফান মহীরুহ, প্রত্যেকেটা খানের থেকে অনেক ভাল অভিনেতা এবং তিনি আমার কাছে সবথেকে বড় খান। সুতরাং, ইরফানের সঙ্গে অভিনয় করলে আমার অভিনয়ের মাত্রা বাড়াতে হবে। জানি ছোট চরিত্র, কিন্তু সেটা বিষয় নয়। আমি জানি, কতটা উত্তেজিত এবং সত্যিই মুখিয়ে রয়েছি কবে শুরু হবে কাজটা।''হোমি আদাজানিয়ার পরিচালনায় ২০ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে ''আংরেজি মিডিয়াম''।

চায়ের লিকার দিয়েই চুল হবে ঝলমলে

বাঙ্গালির অতি প্রিয় একটি খাবার হচ্ছে চা। অন্য কিছু হোক বা না হোক, চা ছাড়া আমাদের কিন্তু এক দিনও চলে। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা আমাদের চাই। তা সে কড়া এক কাপ লিকার চা হো, কিংবা ঘন দুধের সাথে গরম মশলা মেশানো ঝাঝালো চা। সারা রাতের আলিস্যি ভরা ঘুম তারিয়ে নিমিষেই চাঙ্গা করে তুলতে চায়ের কোন জুড়ি হতেই পারে না।কিন্তু এই চা পাতা যে আমাদের শরীরের সাথে সাথে আমাদের চুল গুলোকেও চাঙ্গা করে তুলতে পারে সেটা কি আপনারা জানেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন না।আসলে চা পাতা আমাদের চুলের যত্নে অনেক কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারে। চা পাতার এই সকল উপকারিতার জন্য বহু আগে থেকেই বিভিন্ন দেশে চুলের যত্নে চায়ের লিকার ব্যবহার করা হয়ে আসছে।আজ আমি চুলের যত্নে চায়ের লিকার ব্যবহার করার একটা সহজ পদ্ধতি নিয়েই কথা বলব।আজ আমি চুলের যত্নে চায়ের লিকার দিয়ে বানানো যায় এমন একটি হেয়ার রিন্স বানাবার পদ্ধতি বলে দেব। সেই সাথে এই হেয়ার রিন্স কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই চায়ের লিকার দিয়ে বানানো হেয়ার রিন্সের জন্য আমাদের মাত্র দুটি উপকরণ দরকার হবে।সেগুলো হলপানি দুই কাপচা পাতা ৩ টেবিল চামচপ্রথমে দুই কাপ পানি চুলায় ফুটতে দিতে হবে। পানি টগবগ করে ফুটে উঠলে এতে চা পাতা দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ ফুটানোর পর যখন পানি কমে এক কাপ মতন হয়ে আসবে তখন চুলা বন্ধ করে দিতে হবে। এই অবস্থায় চায়ের লিকার এক ঘন্টা মতন রেখে দিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে চায়ের লিকার ঠান্ডা হয়ে রুম টেম্পারেচারে চলে আসবে। তখন এটি ব্যবহার করা যাবে।চায়ের লিকার চুলের যত্নে যেভাবে ব্যবহার করতে হবেপ্রথমে শ্যাম্পু দিয়ে চুল খুব ভাল করে পরিস্কার করে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে মাথায় কিংবা চুলে যেন কোন রকম এর ময়লা কিংবা তেল না থেকে যায়।দরকারফ হলে একাধিক বার শ্যাম্পু করে নিতে হবে।শ্যাম্পু করার পর যথা নিয়মে কন্ডিশনার ব্যবহার করে পুনরায় চুল খুব ভাল করে ধুয়ে পরিস্কার করে নিতে হবে। এর পরে আগে থেকে বানিয়ে রাখা ঠান্ডা চায়ের স্কার দিয়ে চুল এক ধুয়ে নিতে হবে। এই ভাবে দুই মিনিট থেকে তিন মিনিট রেখে দিতে হবে। এর পরে সাধারণ পানি দিয়ে চুল ধোবার আর দরকার নেই। তোয়ালে দিয়ে হালকা করে চুল গুলো মুছে নিলেই হবে।চুলের যত্নে চায়ের লিকারের ভূমিকাচায়ের লিকার আমাদের চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে। এটি চুলকে ন্যাচারালি কালার করার জন্য দারুণ কাজ করে। সেই সাথে চুলকে অনেক শাইনি কর তোলে। তবে যারা চুলের জন্য গাড় কালো রঙ পছন্দ করেন তার এই হেয়ার রিন্স ব্যভার না করাই ভাল। এই হেয়ার রিন্স ব্যবহার করলে চুলে হালকা একটা লালচে রঙ চলে আসে।

NOTICE INVITING e-TENDER

The Principal, MBB College, Agartala invites E-Tender through e-Procurement website of Government of Tripura, https:// tripuratenders.gov.in from bonafied & resourceful Manufacturers/ authorized dealers / distributors, having minimum 3(Three) years of experience in Supply and installation of Desktops, Computers, Laptops, Projectors and UPS.

The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website https:// tripuratenders.gov.in

Corrigendum / Addendum, if any, will be published only in the above website and also will be notified at the Institute website.

Sl No.	Item	Quantity	Tender Value	EMD Value	Period of downloading documents	Last date of submission of bid documents
01.	Desktop Computer	25(approx)	Rs. 13,00,000/- (approx)	Rs. 26,000/	w.e.f 11/02/ 2020 at 05:00 Pm	03/03/2020 at 04:00 PM
02.	600 VA Offline UPS (Offline)	25(approx)				
03.	Projector	06 (approx)				
04.	Laptop	10 (approx)				

ICA/C-2495/2019-20

(Biswajit Gupta)
Principal I/C
Maharaja Bir Bikram College
Agartala

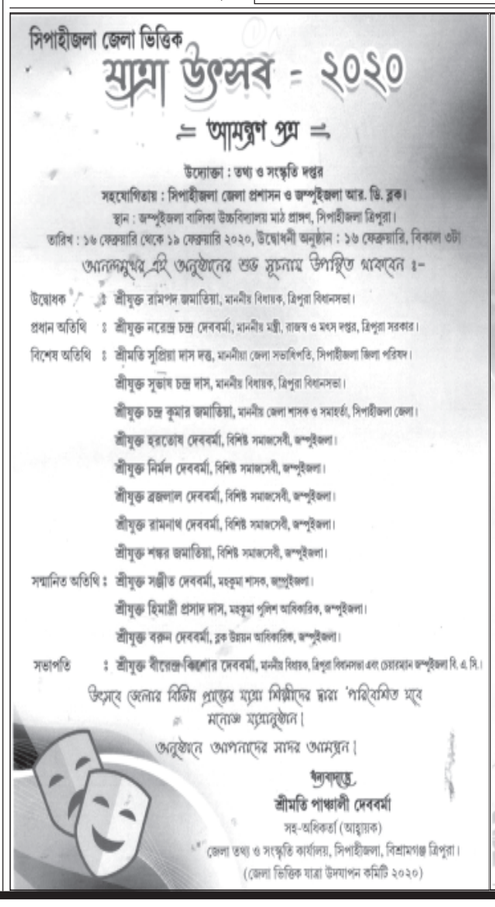

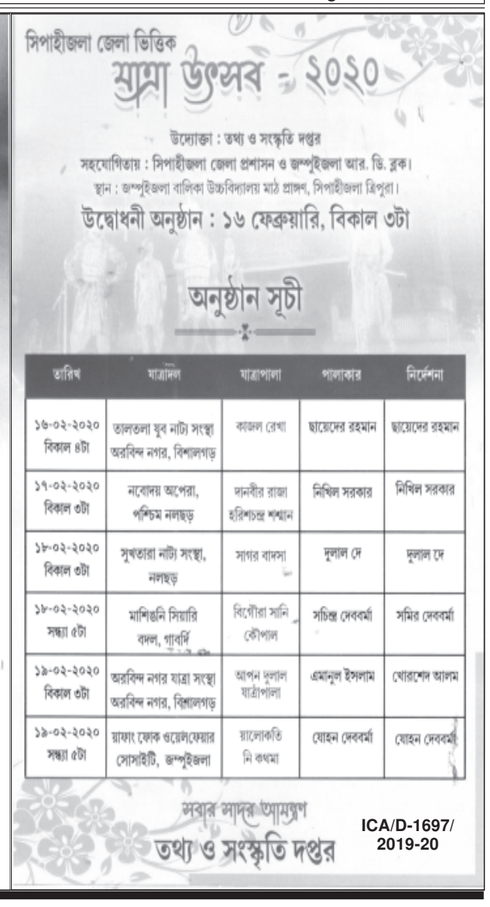

ICA/D-1697/ 2019-20

শুক্রবার ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কর্পোরেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু বেড়ে ১,৪৮৩, সংক্রমিত কমপক্ষে ৬৫ হাজার

বেজিং, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিন দিন ক্রমশই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে চিন। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি চিনের হুবেই প্রদেশে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হল আরও ১১৬ জনের। শুধুমাত্র হুবেই প্রদেশেই মৃত্যু হয়েছে ১১৬ জনের। নতুন করে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪,৮২৩ জন মানুষ। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত এই মারণ-ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৬৫ হাজার।

শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের-হানায় শুক্রবার সকাল পর্যন্ত আরও ১১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা ১, ৪৮৩। হুবেই-সহ চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা কমপক্ষে ৬৫ হাজার।

হুবেই প্রদেশে আরও ১১৬ জনের মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৪,৮২৩

করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চিনের হুবেই প্রদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ১১৬ জন। হুবেই প্রদেশেই নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৮২৩ জন। হুবেই প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কমিটি জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত হুবেই প্রদেশে আরও ১১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৮২৩ জন। হুবেই প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৫১,৯৮৬ জন।

বকুলতলায় পুলিশের জালে ডাকাত দল, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

বকুলতলা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকুলতলায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল তিন সদস্যের একটি ডাকাত দল। বৃহস্পতিবার রাতে বকুলতলা থানার পুলিশ ও বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপের সদস্যরা তিন সদস্যের ডাকাত দলকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে চারটি বন্দুক, আট রাউন্ড গুলি ও একটি ভোজালি উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, একদল ডাকাত বকুলতলা থানার নতুনহাট বাজারের কাছে ডাকাতির ছক কষেছে।

সেই খবর পেয়েই বকুলতলা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ৬ নম্বর মুনিরতট বাজারে তল্লাশি অভিযান চালায় স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপের সদস্যরা। সেখানে গিয়ে হাতে নাতে তিনজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতদের নাম আজেদ আলি মোল্লা, সালাউদ্দিন পাইক ও সইদুল মোল্লা। এদের সকলেরই বাড়ি মথুরাপুর থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে চারটি

ছয়ের পাতায়

পুলওয়ামা হামলাকারীদের হিসেব চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে : জুলফিকর হাসান

শ্রীনগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পুলওয়ামা হামলাকারীদের হিসেব চুকিয়ে দেওয়া হয়েছেউ হামলার কয়েক মাসের মধ্যেই পুলওয়ামা হামলার ষড়যন্ত্রকারীদের নিরস্ত্র করা হয়েছেউ হামলায় মদতদাতাদের গ্রেফতার করা হয়েছেউ পুলওয়ামা হামলার প্রথম বর্ষপূর্তিতে শুক্রবার এমনটাই জানালেন জম্মু ও কাশ্মীর জোন, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর ডিজি জুলফিকর হাসানউ ১৪ ফেব্রুয়ারি 'বর্বরোচিত' পুলওয়ামা হামলার বর্ষপূর্তিউ ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপরোয় সিআরপিএফ কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিরাউ ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানউ

শুক্রবার পুলওয়ামা হামলার প্রথম বর্ষপূর্তিউ এদিন শ্রীনগরে, সিআরপিএফ-এর লেথপোরা শিবিরে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানানো হয়উ জম্মু ও কাশ্মীর জোন, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর ডিজি জুলফিকর হাসান এদিন জানিয়েছেন, 'পুলওয়ামা হামলাকারীদের হিসেব চুকিয়ে দেওয়া হয়েছেউ হামলার কয়েক মাসের মধ্যেই পুলওয়ামা হামলার ষড়যন্ত্রকারীদের নিরস্ত্র করা হয়েছেউ হামলায় মদতদাতাদের গ্রেফতার করা হয়েছেউ' সিআরপিএফ ডিজি আরও জানিয়েছেন, 'জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) হামলার তদন্ত করেছেউ তদন্ত সঠিক দিয়েই এগিয়ে চলছেউ এখনও পর্যন্ত তদন্তে প্রচুর অগ্রগতি হয়েছেউ শহিদদের পরিবারকেও যথাসাধ্য যত্ন নেওয়া হয়েছে।

পুলওয়ামা হামলার বর্ষপূর্তি শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্ত। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জেলার অবন্তীপোরায় আইইডি বোঝাই গাড়ি নিয়ে সিআরপিএফ জওয়ানদের কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ। সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাক্ত হয়েছিল ভূস্বর্গ। প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান। শুক্রবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা হামলার প্রথম বর্ষপূর্তি। এদিন পুলওয়ামা হামলায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "গত বছরের ঘৃণ্য পুলওয়ামা হামলায় শহিদ সাহসী জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। দেশ-সেবা ও সুরক্ষার স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁরা। দেশবাসী তাঁদের কখনই ভুলতে পারবে না।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইটারে লিখেছেন, "পুলওয়ামা হামলায় শহিদদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য। মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী আমাদের সাহসী জওয়ান এবং তাদের পরিবারের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে ভারত।"

পুলওয়ামা হামলায় সবচেয়ে বেশি কে উপকৃত হয়েছে? টুইট-প্রশ্ন রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পুলওয়ামা হামলার প্রথম বর্ষপূর্তিতে, নক্কারজনক ওই হামলা নিয়ে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীউ রাহুল গান্ধীর প্রথম প্রশ্ন, পুলওয়ামা হামলায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, পুলওয়ামা হামলার তদন্তের ফলাফল কী? এবং রাহুলের তৃতীয় প্রশ্ন, নিরাপত্তা গাফিলতিতে যে হামলা হয়েছিল, তার জন্য বিজেপি সরকারের কে দায়বদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছে?

শুক্রবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি 'বর্বরোচিত' পুলওয়ামা হামলার বর্ষপূর্তিউ ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপরোয় সিআরপিএফ কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিরাউ ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানউ

পুলওয়ামা হামলার প্রথম বর্ষপূর্তিতে, শুক্রবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করেন রাহুল গান্ধীউ টুইটারে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপণ করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'পুলওয়ামা হামলায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, পুলওয়ামা হামলার তদন্তের ফলাফল কী? এবং রাহুলের তৃতীয় প্রশ্ন, নিরাপত্তা গাফিলতিতে যে হামলা হয়েছিল, তার জন্য বিজেপি সরকারের কে দায়বদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছে?'পুলওয়ামা হামলা প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা নবাব মালিক জানিয়েছেন, 'পুলওয়ামা হামলায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল, অথচ আরডিএক্স কোথা থেকে এসেছিল এবং গাড়ি কীভাবে ওই স্থানে পৌঁছেছিল, তা জানতে এখনও পর্যন্ত কোনও তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়নিউ গাড়ির চালক জেলে ছিল, সে কীভাবে বাইরে এল? জনগণ সত্য জানতে চায়, তাই তদন্ত হওয়া উচিত।

যাদবপুরে ঐশির সভা ঘিরে বিতর্ক, বহিরাগত নিয়ে সরব এবিভিপি

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জেএনইউ-এর ছাত্র সংগঠনের নেত্রী ঐষি ঘোষের সভা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বহিরাগত কাউকে এনে এই সভা করার ব্যাপারে জোরালো আপত্তি জানিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-নির্বাচনের মুখে এই সভার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। তিন বছর বাদে যাদবপুরের ছাত্র নির্বাচন হচ্ছে। দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি। এবার এখানকার ভোটে প্রথম প্রার্থী দিয়েছে এবিভিপি। বেশ কিছুদিন ধরেই সেখানে কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন চলছে। মূলত বামপন্থী পড়ুয়াদের চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানের আচার্য তথা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে। শুক্রবার যাদবপুরের পড়ুয়ারা ঐশীকে নিয়ে সমাবেশের ডাক দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের এবিভিপি-র শাখা-সম্পাদক সুমন চন্দ্র দাস 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "ওরা (বাম-পড়ুয়া) গত ১৭ই প্রতিষ্ঠানে যে সমাবেশের ডাক দিয়েছিল, তার পর ছাত্রভোট ঘোষণা হয়। কিন্তু ভোট ঘোষণার পর বহিরাগতদের এনে এভাবে প্রতিষ্ঠানে প্রচার চালানো যায় না। আমরা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে সেটা জানিয়েছি।'

উল্লেখ্য, এর আগে ১৭ জানুয়ারি যাদবপুরে এসএফআইয়ের ডাকে এক সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন জাতীয় স্তরের বেশ কিছু পরিচিত মুখ। গত ১৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর এসএফআইয়ের ডাকা সমাবেশে আমন্ত্রিত ছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়েক, প্রেসিডেন্সি ছাত্র সংসদের সভাপতি মিমোসা ঘরুই, হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শীর্ষনেতা যথাক্রমে অভিষেক কুমার ও ইস্তাক আহমেদ প্রমুখ।

ঘোষিত হচ্ছে পঞ্চম জাতীয় নাট্য উৎসবের বিশদ সূচি

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নাট্যপ্রেমীরা প্রতি বছর অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন এই উৎসবের জন্য। গত বছর সাজানো ৯ দিনের চতুর্থ জাতীয় নাট্য উৎসব চলে ১২ জানুয়ারি। এবার পঞ্চম জাতীয় নাট্য উৎসব বসছে তুলনায় একটু দেরিতে।

সূত্রের খবর, গত বছরের উৎসবে ৭ ভাষার ২৩টি নাটক দেখানো হয়। ১০টি এই বাংলার, আর ১৩টি অন্য রাজ্য থেকে। এবারেও মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র আয়োজিত উৎসব চলবে একযোগে শহরের রবীন্দ্র সদন, মিনার্ভা ও মধুসূদন মঞ্চে। কোনও টিকিট লাগবে না। উৎসবের দিনগুলোতে সব মঞ্চেই প্রবেশ অবাধ। উৎসবের সব নাটক বাছা হয়েছে নির্বাচনের ভিত্তিতে। সারা ভারত থেকে আবেদন এসেছিল। কিছু বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন উৎসবের নাটকগুলিকে। শুক্রবার বিকেলে এ ব্যাপারে বিশদ নির্ঘন্ট এবং অংশগ্রহণকারীদের নাম প্রকাশ করবেন নাট্যব্যক্তিত্ব এবং রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তিমন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং প্রাক্তন সাংসদ তথা উদ্যোক্তা সংগঠনের সদস্য অর্পিতা ঘোষ। প্রসঙ্গত, মিনার্ভার এই উৎসবে আগের বছরগুলিতে নাটক করে গেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ, সৌরভ শুক্লা, পরেশ রাওয়াল, অনুপম খের, শরমন যোশির মতো সর্বভারতীয় অভিনেতা পরিচালকরা।

১৬ ফেব্রুয়ারি শপথগ্রহণ, মোদীকে আমন্ত্রণ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আর মাত্র একদিনের অপেক্ষা। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার তৃতীয়বারের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ওই দিন দিল্লির রামলীলা ময়দানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গেই শপথ নেবেন তাঁর সাত সদস্যের মন্ত্রিসভা। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার আপ সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। আপ সূত্রের খবর, ১৬ ফেব্রুয়ারি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ

ছয়ের পাতায়

শিখ-বিরোধী দাঙ্গা মামলা জেলেই থাকতে হবে সজ্জন কুমারকে, হোলির পর শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিখ-বিরোধী দাঙ্গা মামলায় (১৯৮৪) সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন না প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমারউ আপাতত জেলেই থাকতে হবে সজ্জন কুমারকে। ১৯৮৪ শিখ-বিরোধী দাঙ্গা মামলায় জামিনের আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমারউ কিন্তু, এখনই সজ্জন কুমারের জামিনের আবেদনের শুনানি হবে না সর্বোচ্চ আদালতেউ শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, হোলির ছুটির পরই সজ্জনের জামিনের আবেদনের শুনানি হবে।

১৯৮৪ শিখ-বিরোধী দাঙ্গা মামলায় এই মুহূর্তে জেলবন্দি রয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমারউ সজ্জন কুমারের আইনজীবী বিকাশ সিং মুখবন্ধ খামে সুপিম কোর্টে মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দিয়ে জানিয়েছেন, সজ্জন কুমারের ওজন ১৩ কিলোগ্রাম কমে গিয়েছে। সজ্জনের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, হোলির ছুটির পরই জামিনের আবেদনের শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, এর আগেও সজ্জন কুমারকে জামিন দিতে অস্বীকার করেছিল সুপ্রিম কোর্টউ সিবিআই-ও সজ্জন কুমারের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেছিল। সিবিআই জানিয়েছিল, সজ্জন কুমারের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। অপর মামলার শুনানি চলছেউ উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে খুন করে তাঁর শিখ দেহরক্ষীরা। তার পরেই দেশজুড়ে শিখ সম্প্রদায়ের উপরে হামলা শুরু হয়। সজ্জন কুমার, জগদীশ টাইটলার-সহ একাধিক কংগ্রেস নেতা সেই হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর দিল্লির রাজনগর এলাকায় একটি শিখ পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে খুন করা ও একটি গুরুদ্বারে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগও আনা হয় সজ্জন কুমারের বিরুদ্ধে।

আরামবাগে প্রমিকাকে না পেয়ে ভ্যালেন্টাইন্সের আগের দিন আত্মহত্যা করল প্রেমিক

হুগলী, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দির্ঘদিনের প্রেম, এরপর বিচ্ছেদ, ফের পুনরায় প্রেমের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে বারে বারে প্রেমিকাকে কাকুতি মিনতি,তাতেও সারা নেই প্রেমিকার, শেষে একরাশ হতাসাকে সঙ্গী করে প্রেমের দিনের আগেই নিজেকে শেষ করে দিল প্রেমিক। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ থানার দক্ষিণ পাড়ার এলাকায়। মৃত যুবকের নাম টোকাই(২৪)। যদিও এই বিষয়ে প্রেমিকার তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।তবে আচমকাই এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া। মৃতদেহটিকে আরামবাগ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নতুন দায়িত্বের জন্য অভিনন্দন, সিডিএস বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর টুইট ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল বিপিন রাওয়াতউ দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর শুক্রবার এই প্রথম লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করলেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত।

এই সাক্ষাতের বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। টুইট করে ওম বিড়লা লিখেছেন, 'দেশের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে লোকসভা চেম্বারে সাক্ষাতকরেছি। তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন দায়িত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছি। আমার দীর্ঘ বিশ্বাস, আপনার অভিজ্ঞতা দেশের সীমানাকে সুরক্ষিত এবং আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত। সরকারের সঙ্গে তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় রক্ষাকারী 'সিঙ্গল পয়েন্ট অ্যাডভাইজার' হলেন বিপিন রাওয়াত।

ভারতীয় উপকূল রক্ষীতে যোগ দিন

(প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)

সুবর্ণ সুযোগ ডিপ্লোমা হোল্ডারদের জন্য যোগ দিতে একজন যান্ত্রিক ০২/২০২০ বেচে, (কোর্স শুরু হচ্ছে আগস্ট ২০২০) আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে 'অন লাইন' ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত

১. ভারতীয় উপকূল রক্ষী দিচ্ছে ভারতের পুরুষ প্রার্থীদের সুযোগ যাদের ডিপ্লোমা রয়েছে ইলেক্ট্রিকেল / মেকানিক্যাল / ইলেক্ট্রনিক এবং টেলিকমিউনিকেশনে যান্ত্রিক পদের নিয়োগে যা ব্যাচ নম্বর ০২/২০২০। নির্বাচন প্রক্রিয়া হবে লিখিত পরীক্ষা এবং শারীরিক ক্ষমতার পরীক্ষা মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। নিয়োগ কেন্দ্র হবে মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা এবং নয়ডাতে।

২. আবশ্যিক যোগ্যতা

ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক অথবা সমতুল্য এবং ইলেক্ট্রিক্যাল / মেকানিক্যাল / ইলেক্ট্রনিক্স এবং টেলিকমিউনিকেশন (রেডিও / পাওয়ার) ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা যা অনুমোদিত হতে হবে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই) সাথে ৬০ শতাংশ নম্বর গড়ে। (৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে এসসি / এসটি প্রার্থীদের এবং উল্লেখ্যযোগ্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জাতিয় স্তরে রয়েছেন যারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করেছেন যে কোনও ক্রীড়া ক্ষেত্রে যা হতে হবে ওপেল ন্যাশনাল চেম্পিয়ানশীপ / ইন্টার স্টেট ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশীপ।

খ) যোগ্যতা নির্নায়ন শতাংশ বাড়তে পারে, যদি আবেদন বেশি পাওয়া যায়। "ওপেল স্কুল / প্রতিষ্ঠান" থেকে প্রার্থী যদি সরকার অনুমোদিত না হয় তাহলে যোগ্য বিবেচিত হবে না।

গ) বয়স ঃ নূন্যতম ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ২২ বছর অর্থাৎ ০১ আগস্ট ১৯৯৮ থেকে ৩১ জুলাই ২০২০ এর মধ্যে হতে হবে। বয়সের উর্দ্ধ সীমা ৫ বছর ছাড় এসসি / এসটিদের জন্য এবং ওবিসি ক্যাটাগরির জন্য ৩ বছর ছাড়।

৩. আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে 'শুধু মাত্র অনলাইন' ১৬ মার্চ ২০২০ থেকে ২০ মার্চ ২০২০ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। প্রার্থীরা লগ অন করতে পারেন **www.joinindiancoastguard.gov.in**

৪. শূণ্যপদ ঃ মোট পদ যান্ত্রিক ০২/২০২০ ব্যাচ হলো ৩৭ (আনুমানিক)।

যান্ত্রিক প্রযুক্তি (মেকানিক্যাল)					
ইউআর (সাধারণ)	ইডব্লুএস	ওবিসি	এসটি	এসসি	সর্বমোট
৮	১	৬	২	২	১৯

যান্ত্রিক প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রিক)					
ইউআর (সাধারণ)	ইডব্লুএস	ওবিসি	এসটি	এসসি	সর্বমোট
১	০	১	০	১	৩

যান্ত্রিক প্রযুক্তি (ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিকমিউনিকেশন)					
ইউআর (সাধারণ)	ইডব্লুএস	ওবিসি	এসটি	এসসি	সর্বমোট
৭	১	৪	০	৩	১৫

নোট ঃ শূণ্যপদ বাড়তে পারে বা কমতে পারে প্রশিক্ষণ স্লটের উপর ভিত্তি করে।

৫. গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

ক) প্রার্থী চয়ন করা হবে মেধার ভিত্তিতে যা লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা যাচাই এবং মেডিক্যাল এক্সামিশনের ভিত্তিতে।

খ) যে কোনও পরীক্ষার সময় কোনও ধরনের মোবাইল ফোন এবং ইলেক্ট্রনিক্স গেজেট মান্যতা পাবে না।

গ) ভারতীয় উপকূল রক্ষীর সমস্ত অধিকার তথা ক্ষমতা রাখে বাতিল / পুনরায় সম্পাদক করা পরীক্ষা, পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন কিংবা প্রার্থীকে অন্য কেন্দ্রে ব্যবস্থা করার যে কোনও কারণ কিংবা প্রশাসনিক কারণে।

ঘ) চিক্লাস্থিত আইএমএসএ ডাক্তারি পরীক্ষায় পৌছানোর মানেই এটা নয় যে পূর্বের মেডিক্যাল এক্সামিনেশন সহ সব পরীক্ষায় উর্ত্তিণ হওয়া প্রার্থী পদের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

'অনলাইন' আবেদন গ্রহণের অন্তিম তারিখ ও সময় হল ২২ মার্চ ২০২০ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। বিস্তারিত যোগ্যতা ও অন্য কিছু জানতে দেখুন **www.joinindiancoastguard.gov.in** এবং পুরো বিজ্ঞাপন ডাউনলোড করুণ।

* প্রার্থীরা উপকূল রক্ষীর নিয়োগ ওয়েবসাইট দেখুন। এটি একটি শুধুমাত্র নির্দেশাত্মক বিজ্ঞাপন মাত্র।

সর্তককরণ ঃ ভারতীয় উপকূল রক্ষীতে নিয়োগ স্বচ্ছ ও মেধার ভিত্তিতে হয়। কোনও নিয়োগ এজেন্ট কিংবা অন্য কোনও ব্যক্তির খপ্পরে প্রার্থীরা পরবেন না। ওই সব ব্যক্তি / এজেন্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানতে পারেন - দ্যা ডিরেক্টর (রিক্রুটমেন্ট) কোস্ট গার্ড হেড কোয়ার্টার, রিক্রুটমেন্ট সেন্টার, নয়ডা অথবা টেলিফোন - ০১২০-২৯৭৫৮১৭

ঘোষণা

এই বিজ্ঞাপনে দেওয়া সর্তাবলী প্রয়োজনে পরিবর্তন করা হতে পারে গাইড লাইন এর অংশ হিসেবে। বিস্তারিত জানা যেতে পারে ভারতীয় উপকূল রক্ষীর ওয়েবসাইট **www.joinindiancoastguard.gov.in** থেকে

আবেদনের জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন

অনলাইন আবেদনের অন্তিম তারিখ - ২২ মার্চ ২০২০

davp 10119/11/0028/1920

শুক্রবার আগরতলায় সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে এক পথসভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও উন্নত ইউনিট খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আজ জাতীয় কৃমিনাশক দিবসের রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস, বিধায়ক মবস্বর আলী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ডা. দেবাশিস বসু, জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং, সি এম ও শরবিন্দ রিয়াং প্রমুখ। কর্মসূচির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার গুরুত্বের সাথে কাজ করছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আনা হয়েছে। এখন সাধারণ মানুষ ২০ হাজার টাকার মধ্যে ব্রেন টিউমার অপারেশন করাতে পারছেন। যেখানে বহির্রাজ্যে ৮ থেকে ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও নতুন ইউনিট খোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার কায়াকল্প পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়ুমান ভারত প্রকল্পে দেশের সাধারণ মানুষ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সহায়তা পাচ্ছেন, যা নজীরবিহীন। এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আসবেন। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে রাজ্যে ৯ লক্ষ ই-কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং তারা ১৭ কোটি টাকা চিকিৎসা সহায়তা পেয়েছেন। যারা এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত ছিলেন এমন ৩ লক্ষ মানুষ আয়ুমান ত্রিপুরার আওতায় আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আই এ এস এবং আই পি এস-এর পরীক্ষায় বসার জন্যও কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেওয়া হচ্ছে আই আই টি এবং আই আই এম-এর কোচিংও। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাথে দিব্যাঙ্গ ছাত্রদের জন্যেও দেওয়া হচ্ছে মেরিট এওয়ার্ড। সব ছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে বাইসাইকেল। ছাত্রীরা এখন আরও বেশী সংখ্যায় স্কুলে আসছে। রাজ্যের মানুষের গড় আয় বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৭ ফেবয়ারি ও ২৪ ফেবয়ারি কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর অভিযানে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সবাইকে সুস্থ থাকতে হবে। রাজনীতি, জাতপাত, ধর্ম-বর্ণের উর্দ্ধে উঠে সবাইকে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বুলবুল চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যের পরিবার কল্যাণ অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনায় ছিল নেতাজী বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং ও ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

করিমগঞ্জের দেওলাখালে সড়ক দুর্ঘটনা, ঘটনাস্থলে মৃত্যু বাজারিছড়ার বাইক আরোহীর

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত দেওলাখালে অসম-ত্রিপুরা সংযোগী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ। নিহত যুবককে বাজারিছড়া থানাধীন লোয়াইরপোয়া এলাকার হাতাইরবন্দ গ্রামের জনৈক ধনঞ্জয় সিংহের বছর ৩৫-এর ছেলে সঞ্জীবকুমার সিংহ বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, পেশায় কোনও এক অনলাইন কোম্পানির ডেলিভারি বয় সঞ্জীবকুমার সিংহ প্রতিদিনের মতো গতকাল কাজ শেষ করে নিজের এএস ১০ ডি ৮৮০৭ নম্বরের গ্ল্যামার মডেলের বাইক নিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে বাজারিছড়ায় তাঁর বাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দেওলাখাল এলাকায় যাওয়ার পর একটি অজ্ঞাত গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় সংঘটিত সঞ্জীবের বাইকের। কিছুক্ষণ পর ওই পথে যাতায়াতকারী কোনও ব্যক্তি রাস্তার উপর বাইক এবং তা-থেকে কিছু দূরে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে ফোন করে পাথারকান্দি থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে দলবল নিয়ে অকুস্থলে ছুটে যান পাথারকান্দি থানার প্রভেশনারি এসআই পবিত্র ডেকা। তাঁরা রক্তাক্ত, সংজ্ঞাহীন বাইক চালক সঞ্জীবকে উদ্ধার করে পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুর্ঘটনার শিকার যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, প্রথমে মৃত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাথারকান্দির জনৈক রাজীব শর্মা ঘটনার ছবি-সহ রাস্তায় শায়িত রক্তাক্ত যুবকের ছবি সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করে তাঁর পরিচয় উদ্ধারে সহায়তা করেন। সোশাল মিডিয়ায় বীভৎসটি ছবি দেখে সঞ্জীব সিংহের পরিচয় উদ্ধার হয়। এদিকে ঘাতক গাড়ির কোনও সন্ধান এই খবর লেখা পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

জানা গেছে, নিহত সঞ্জীব সিংহের স্ত্রী, এক মেয়ে, মা ও বাবা রয়েছেন। সঞ্জীবের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার-তো বটেই পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে বাজারিছড়া পুলিশ করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে তাঁর মৃতদেহের ময়না তদন্ত করিয়েছে। ময়না তদন্তের পর আজ তাঁর মৃতদেহ পরিবারবর্গের হাতে সমঝে দিয়েছে পুলিশ। তাছাড়া ঘটনা সম্পর্কে ২৫৮/২০ নম্বরে এক মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে পাথারকান্দি থানার পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলা বই মেলার প্রস্তুতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ৩৮ তম আগরতলা বই মেলা। এই মেলাকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে হাপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েগেছে। ৩৮ তম আগরতলা বই মেলার প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় পর্যালোচনা সভা। রাজধানীর রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এইদিনের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অরুণোদয় সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র প্রফুল্ল জিৎ সিনহা সহ অন্যান্যরা।

এইদিনের পর্যালোচনা সভায় মেলার যাবতীয় প্রস্তুতির কাজ নিয়ে পর্যালোচনা হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ জানান এই বছর হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আগরতলা বই মেলা স্থানান্তর করাকে নিয়ে প্রথম দিকে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময় সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। আগরতলা শহর থেকে হাপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে মানুষ যেতে যেন কোনধরনের অসুবিধা না হয় তাঁর জন্য প্রতিদিন গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাছাড়া মেলা চলাকালিন প্রতিদিন সন্ধ্যায় নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। থাকবে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে অন্যান্য বছরের তুলনায় ৩৮ তম আগরতলা বই মেলা যথেষ্ট ভালো ও সুন্দর হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ।

এখন থেকে দেশজুড়ে আদালতে এ-৪ আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় কাজ হবে

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিয়েছে যে পরিবেশগত বিষয়কে বিবেচনায় রেখে এবার থেকে আদালতের কাজে লিগ্যাল আকারের কাগজের পরিবর্তে এ-৪ আকারের কাগজে কাজ করা হবে। এছাড়াও এ-৪ আকারের কাগজের কেবল একদিকে নয়, উভয় পৃষ্ঠায় কাজ করা হবে। ২০১৯ সালের অক্টোবরে তিন আইন পড়ুয়া অভিনব সিং, আকৃতি আগরওয়াল এবং লক্ষ্যা পুরুষোহিত প্রধান বিচারপতিকে একটি চিঠি লিখে ব্রিটিশ আমলে থেকে চলে আসে প্রথাকে বাতিলের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই শিক্ষার্থীরা তাদের চিঠিতে লিখেছিলেন যে মামলা দায়রের সময় লিগ্যাল আকারের কাগজের পরিবর্তে এ-৪ আকারের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। চিঠিতে বলা হয়েছিল যে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার মতো দেশের আদালতে কেবল এ-৪ আকারের কাগজ ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত-পতুর্গালের মধ্যে সাতটি চুক্তি স্বাক্ষরিত

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট মার্সেলো রেবেল দে সৌসার মধ্যে শুক্রবার প্রতিনিধিমণ্ডল স্তরের আলাপ-আলোচনার পর স্বাক্ষরিত হল সাতটি চুক্তিঊ এই চুক্তি গুলি শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে সম্পর্কিতঊ বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, ভারত ও পতুর্গালের মধ্যে লোথালে (গুজরাট) রাষ্ট্রীয় সামুদ্রিক মিউজিয়াম হেরিটেজ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা, শিল্প ও বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ ভারত এবং স্টার্ট-আপ পর্তুগালের মধ্যে সমঝোতা জ্ঞাপন স্বাক্ষরিত হয়েছেঊ অডিও-ভিজ্যুয়াল ফিল্ডের সঙ্গে একত্রে কাজ করা এবং সামুদ্রিক পরিবহণ এবং বন্দর উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা চুক্তি হয়েছেঊ

এছাড়াও, সাতটি সমঝোতা জ্ঞাপনেরও ঘোষণা করা হয়েছে, যা সুরক্ষা, বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের সহযোগিতার সঙ্গে জড়িতঊ সামরিক ও সুরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ইন্সটিটিউট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস (আইডিএসএ) এবং লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের মধ্যে সহযোগিতা, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (সিএসআইআর-এনআইআইএসটি), তিরুবনন্তপুরম এবং ইন্টটিটিউট সুপিরিয়র টেকনিকো (আইএলচি), পর্তুগালের মধ্যে বিজ্ঞান সহযোগিতা, বি-হাব তেলেঙ্গানা এবং পার্কুসিব কোবিলার মধ্যে মহিলা স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়, নেনো-বায়োটেকনোলজিতে সহযোগিতার জন্য টেরি-ডিইএকেআইএল সেন্টার, গুরুগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক আইবেরিয়ান ন্যানো প্রযুক্তি ল্যাবরেটরি (আইএনএল) ব্রাগারের মধ্যে সহযোগিতা, অ্যারোনটিকসে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড এবং সিআইআইআইএ-র মধ্যে সহযোগিতার জন্য সমঝোতা জ্ঞাপনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঊদ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির পর্যালোচনা করতে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি মার্সেলো রেবেল দে সৌসা সঙ্গে বৈঠক করেন। পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি দুদিনের সফরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে এসে পৌঁছেছেন। এদিন সকালে তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

এরপরে তিনি রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এদিন দুপুরে পর্তুগাল রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। এরপরে দুই রাষ্ট্রনেতা নেতার মধ্যে প্রতিনিধি মণ্ডল স্তরে আলোচনা হয়। রাষ্ট্রপতি মার্সেলো এদিন সন্ধ্যায় উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গেও দেখা করবেন। পর্তুগাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি মন্ডলে রাজ্য মন্ত্রী এবং বিদেশ বিষয়কের অধ্যাপক অগস্টো স্যান্টোস সিলভা এবং সচিব ইউরিকো ব্রিল্যান্টি ডায়াস এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার আধিকারিক জর্জ সেগুরো উপস্থিত ছিলেন। পর্তুগালের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি দলের মধ্যে রয়েছেন প্রতিমন্ত্রী ও বিদেশ বিষয়ক অধ্যাপক অগস্টো সান্টোস সিলভা, আন্তর্জাতিকীকরণের রাজ্য সচিব প্রফেসর ইউরিকো ব্রিল্যান্ট ডায়াস এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা জর্জ সেগুরো সেগ্গুরি।

বকেয়া

● প্রথম পাতার পর

কী করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রদ করতে পারেন? তাঁর (ওই আধিকারিক) বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে? সলিসিটর জেনারেল আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন যে তিনি আদালতের উদ্বেগের বিষয়টি দেখবেন। কিন্তু বিচারপতি অরুণ মিশ্র সেই যুক্তি উড়িয়ে বলেন, ওই অফিসারের পক্ষে সাফাইয়ে আর কিছু বলার থাকতে পারে না। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন, "এটা কি টাকার খেলা নয়? কে এগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছে? কার মদতে উনি (ওই আধিকারিক) এ সব করেছেন?

আমাদের কি এটা বলব যে, যাঁরা পাওনা মেটাতে চান না, তাঁদের বিরুদ্ধে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন ওই অফিসার? আমরা ওঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করছি।" "যে সব ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমাদের বিবেক ধাক্কা খেয়েছে। আমরা টেলিকম সংস্থাগুলির রিভিউ পিটিশন খারিজ করেছিলাম। তার পরেও একটা পয়সাও জমা পড়েনি।" এই মন্তব্য করে তিন বিচারপতির বেঞ্চ আরও বলে, একজন ডেস্ক অফিসার রয়েছেন, যাঁর 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের উপরেও স্থগিতাদেশ দেওয়ার ঔদ্ধত্য রয়েছে'। গোটা বিষয়টি নিয়ে বিচারপতিরা যে চরম হতাশ ও ক্রুদ্ধ তা বোঝা গিয়েছে আজকের শুনানিতে বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নিজেকে নিয়ে মন্তব্যেও। তিনি বলেন, "আমি নিজের কথা ভাবি না। কিন্তু আইন ব্যবস্থায় এটা কি হচ্ছে? এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

দূর্জয়নগরে

● প্রথম পাতার পর

স্কুল সংলগ্ন এক বাড়িতে তল্লাসি অভিযান চালায়। এই তল্লাসি অভিযানে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগারের কৌটা সহ নগদ অর্থ। একই সাথে আটক করা হয় প্রফুল্ল বরা,সুমিত্রা বরা, অসিম বরা ও বিশ্বজিৎ বরা নামে চার জনকে।

এসডিপিও এনসিসি মাধুরি মজুমদার জানান এলাকাবাসিরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানায় যে এই বাড়িতে নেশা সামগ্রি বিক্রয় করা হচ্ছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে এইদিনের অভিযান চালানো হয়েছে। তাঁর জন্য তিনি এলাকার সচেতন নাগরিকদের ধন্যবাদ জানান। আগামি দিনেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রিসভা

● প্রথম পাতার পর

সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। তাতে মোট জমি রয়েছে ২.৫৫ লক্ষ হেক্টর। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই জমির অন্তত ৬৬ শতাংশে সঠিকভাবে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে খাদ্য শস্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয় রাজ্য স্বয়ংভর হতে পারবে।

সিএএ-র বিরুদ্ধে জমিয়তে উলামায়েহিন্দের আবেদনের বিষয়ে কেন্দ্রকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে জবাব চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ জারি করল আদালত। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদনের সঙ্গে মূল আবেদনটি যুক্ত করেছে। গত ২২ জানুয়ারি সিএএ নিষিদ্ধ করতে সুপ্রিম কোর্ট অস্বীকার করে। আদালত জানিয়েছে পাঁচ বিচারকের বেঞ্চ এই বিষয়ে শুনানি করবে।

আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট অসমের সম্পর্কিত আবেদনের জবাব দিতে দু"সপ্তাহ সময় দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, চার সপ্তাহ পরে তারা একটি দিন নির্ধারণ করে নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনের প্রতিদিন শুনানি করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট সিএএর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন উচ্চ আদালতে দায়ের করা আবেদনের বিষয়ে যে কোনও আদেশ জারি করার বিষয়ে স্থগিতাদেশ দেয়।

সিএএর বিরুদ্ধে দায়ের করা বিভিন্ন আবেদনগুলো হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তর করতেও কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে।

শ্রদ্ধাজ্ঞপন দেবের

আটের পাতার পর

পুলওয়ামায় শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধাজ্ঞপন করলেন তারকা সাংসদ দেব । টুইটারে টুইট করে দেব লিখেছেন , 'গতবছর আজকের দিনেই প্রাণ দিয়েছিলেন দেশের ৪০জন বীর সৈনিক, পুলওয়ামা হামলায় নিহত সেই সকল শহীদদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ চিরকাল অমর হয়ে থাকুক' ।

আগরতলায়

আটের পাতার পর

বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বলেন, বীর শহীদরা দেশ ও দেশমাতৃকাকে রক্ষা করতে গতবছর আজকের দিনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাদের স্মরণ করতেই শহীদান দিবস পালনের আয়োজন। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও শনিবার শহীদান দিবস পালনের খবর মিলেছে।

মৃত্যু জাপানে

আটের পাতার পর

জানুয়ারি করোনাভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ওই বৃদ্ধা ঊ চিকিতসাও চলছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়। আর এরপরই তার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, রাজধানী টোকিওতে এক ট্যাক্সিচালকও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মেডিক্যাল পরীক্ষায় তার শরীরে করোনাভাইরাস মিলেছে।

সবমিলে এখানে এতদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫০ ছাড়ালেও এই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । ফলে সূর্যোদয়ের দেশটিতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে।

ভষ্মিভূত

● প্রথম পাতার পর

উনার বাড়ির পোল্ট্রি ফার্মে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করতেই বাড়ির মালিক ঘর থেকে বেরিয়ে আগুনের ভয়াবহতা দেখতে পান। সাথে সাথে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হলেও আগুনের তীব্রতা এতোটাই বেশি ছিলো যে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই পোল্ট্রি ফার্ম সম্পূর্ণরূপে জ্বলে ছাই হয়ে যায়। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন ওই ফার্মটিতে প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো মোরগের বাচ্চা ছিলো। ঘটনায় সবমিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা হবে বলে ধারণা বাড়ির মালিকের। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশে থাকা একটি খড়ের ঘরকেও গ্রাস করে নেয়। ঘটনাস্থলে পরপর দমকলের দুটি ইঞ্জিন ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কিভাবে আগুনের সূত্রপাত তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক অনুমানে দমকল কর্মীরা আগুন লাগার কারণ হিসাবে বিদ্যুতের শর্টসার্কিটকেই দায়ী করলেন। এই পোল্ট্রি ফার্মের আয় ঐ ব্যক্তির সংসার চালানোর মূল ভরসা ছিলো। রুজির একমাত্র আয়ের উপর আগুনের থাবার ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাড়ির লোকেরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এলাকার বাসিন্দা তথা ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পেছনে কোনো নাশকতামূলক বিষয় জড়িয়ে আছে কিনা তা তদন্ত সাপেক্ষেই বেরিয়ে আসবে। অবশ্য বাড়ির মালিক ঘটনাকে নাশকতামূলক বলেই দাবি করলেন।

হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

৮১জন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীক ওই কাজে সহযোগিতা করবেন। ইতিমধ্যে ১৬জনকে কলকাতায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন দিক তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ২০২১ সালের ৯-২৮ ফেব্রুয়ারী সারা দেশব্যাপী এনপিআর প্রক্রিয়ার সাথে ত্রিপুরাও যুক্ত হবে। ওই সময় আদমসুমারীর কাজ সম্পন্ন করা হবে। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার ইতিমধ্যে এনপিআর প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের কাজ শুরু করার এবং সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

ছুটে আসেন ধলাই জেলার জেলা শাসক ডাঃ ব্রাক্ষ্মীত কৌর। তিনি জহরনগর কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্বাস দেন সহসাই তিনি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কতৃপক্ষের সাথে এই বিষয়ে কথা বলবেন। জেলা শাসকের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে সড়ক অবরোধ মুক্ত করে ছাত্রীরা।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

পাচের পাতার পর

আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ছাড়াও একটি মোটর বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তবে, আরও তিনজন বাইকে করে পালিয়ে যায়। ধৃতদেরকে শুক্রবার বারুইপুর আদালতে তোলা হবে। এদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বাকি অভিযুক্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ।

কেজরিওয়ালের

পাচের পাতার পর

কেজরিওয়ালঊ উল্লেখ্য, দিল্লিতে ৭০টি আসনের মধ্যে ৬২টি আসনে জিতে ক্ষমতায় এসেছে আপঊ বিজেপির ঝুলিতে মাত্র ৮টি আসনঊ কংগ্রেস খাতাই খুলতে পারেনি।

আসছে শহরে

তিনের পাতার পর

বাড়লেই শীতের আমেজ বেপাত্তা হয়ে যাবে।

শুক্রবার সকাল থেকেই আকাশ ছিল রৌদ্রজ্জ্বলঊ এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশিঊ আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ সর্বাধিক ৯৭ শতাংশ। ন্যূনতম ছিল ৩৭ শতাংশ। কলকাতা ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি হয়নি।

যুব কংগ্রেসের

তিনের পাতার পর

রাজাবাজার এলাকা ।

এক ধাক্কায় ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১৪৯ টাকা ঊ কলকাতায় ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হচ্ছে ৮৯৬ টাকা ঊ বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ তুলেছে,হঠাৎ করে এলপিজির মূল্য বৃদ্ধি মানতে নারাজ তারা ঊ আর তাই এদিন রাস্তা আটকে বিক্ষোভে সামিল হয় যুব কংগ্রেসের কর্মীরা ঊ তাদের দাবি গ্যাসের দাম আবার আগের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে ঊ

উল্লেখ্য,ডিসেম্বরের শুরুতেই এক লাফে সাড়ে ১৯ টাকা বেড়ে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৭২৫ টাকা ৫০ পয়সা ঊ ৩১ দিনের মাথায় সেই দাম বেড়ে হয় ২১.৫০ টাকা। আর এবার এক ধাক্কায় দাম বাড়ল ১৪৯ টাকা।

ফোনালাপ

তিনের পাতার পর

আনতে পারেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ

ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় আবদুস সোবহান গোলাপ, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী আবদুস সবুর, উপ-দফতর সম্পাদক সায়েম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় দণ্ডিত হয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ায় গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে বিএসএমএমইউ-তে ভর্তি আছেন তিনি। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী গুরুতর অসুস্থ জানিয়ে একাধিকবার তার জামিনের জন্য উচ্চ আদালতে যায় তার আইনজীবীরা। তবে বরাবরই আদালত জামিন নামঞ্জুর করেছে।

বোলারদের কাছে ধরাশায়ী পাঞ্জাব রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা

পাতিয়ালা ধ্রুব পাণ্ডে স্টেডিয়ামে চরম উত্তেজনার পর বাংলা ৪৮ রানে হারিয়ে দিল পাঞ্জাবকে। এই জয়ের ফলে বাংলা রনজির কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল। পাঞ্জাবের সামনে বাংলা টার্গেট দিয়েছিল ১৯০ রানের। কিন্তু রমনদীপের (৬৯ নট আউট) দুর্দান্ত লড়াইয়ের পরও বাংলার বোলারদের সামনে মাথা উঁচু করে ব্যাট করতে পারল না পাঞ্জাব। ৪৮ ওভারেই তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়।এদিন সকালে বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস যখন শেষ হয় তখন স্কোর বোর্ডে দেখা যাচ্ছে গতকালের থেকে মাত্র তিন রান যোগ হয়েছে। অর্থাত গতকাল ১৯৯/৯ রানে শেষ হলেও এদিন বাংলা দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে ২০২। সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, রানটা খুবই কম। পাঞ্জাব অনায়াসে তুলে দিয়ে বাংলার রনজি অভিযান শেষ করে দেবে। কিন্তু ধ্রুব পাণ্ডে স্টেডিয়ামের পিচ আষাঢ়ের মেঘের মতো। কখন খরা হবে আর কখন বৃষ্টি কেউ জানে না। পাতিয়ালায় গিয়ে এমনিতেই বোর্ডের কাছে চিঠি দেওয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন কোচ অরুণ লাল। তবে মনোজ তিওয়ারির ইনিংস দেখে শান্ত হন তিনি। বাংলার কোচ বুঝতে পেরেছিলেন, ধৈর্য ধরে খেললে ব্যাটসম্যানরা সফল হবেন। পরের দিকে দেখা গেল বাংলার মতোই পাঞ্জাবও ঘরের মাঠে ফায়দা লুটতে ব্যর্থ।পাঞ্জাবের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৯০ রান। কিন্তু মধ্যাহ্ন বিরতিতে ব্যাপক ধস নেমে আসে দলে। মাত্র ৮৩ রানের মধ্যে পড়ে যায় পাঁচ-পাঁচটা উইকেট। পাঞ্জাবের সামনে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন অর্ণব নন্দী। তারপর আকাশদীপ। তিনি অভিজিত গর্গকে কোনও রান তোলার আগেই প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দেন। প্রথম ইনিংসে শাহবাজ পাঞ্জাবের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। প্রথম ইনিংসে সাত উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও বাংলাকে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে দেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার। শাহবাজ নিয়েছেন চারটি উইকেট। আকাশদীপ দু"উইকেট নিয়েছেন মাত্র ১৭ রানের বিনিময়ে। পাঞ্জাবের পরবর্তী উইকেটও নেন আকাশ। এবার তিনি ফেরান শরদ লুম্বাকে। মাত্র তিন রানের মাথায় লুম্বা সরাসরি বোল্ড হয়ে যান। তারপর এক এক করে উইকেট নেন বাকি তিন বোলার অর্ণব নন্দী, শাহবাজ আহমেদ ও রমেশ প্রসাদ। একটাই ভাল দিক যে শুধু স্পিনাররা নন, ফাস্ট বোলাররাও উইকেট পাচ্ছেন। তাই ধরে নেওয়া যায়, মধ্যাহ্নবিরতির পর খেলা শুরু হলে বিপদে পড়ে যেতে পারে পাঞ্জাব। রমনদীপ ও আনমোল বুক চিতিয়ে লড়াই করেন। এই দুই ক্রিকেটার জুটি বেঁধে ৬৩ রান তোলেন।এরপর শাহবাজ এলবিডব্লু আউট করেন আনমোলকে। অভিষেক গুপ্তাকে নিজের বলেই ক্যাচ ধরে ফিরিয়ে দেন শাহবাজ। পাঞ্জাবের রান ৮ উইকেটে ১৪০। নক আউটে যেতে বাংলার তখনও চাই ২ উইকেট। আর পাঞ্জাবের জয়ের জন্য দরকার ৫০ রান। ব্যাট করছিলেন রমনদীপ সিং (৬৮)। তাঁর সঙ্গী এস কাউল। পাঞ্জাবের আট নম্বর উইকেট পড়ে ১২৭ রানে। কিন্তু দলের ১৪১ রানের মাথায় পরপর দুটি রান আউট পাঞ্জাবকে শেষ করে দেয়। প্রথমে আউট হন কাউল। তারপর ব্যাট করতে এসেই ফিরে যান বলতেজ সিং। পাতিয়ালায় ফোন করতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক টিম ম্যানেজমেন্টের এক সিনিয়র কর্তা বলছিলেন, "এখনও পর্যন্ত আমরা ভাল জায়গায় রয়েছি। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে রমনদীপ ও আনমোল ভাল খেলছে। তবে তারা সুযোগ দিয়েছিল। আমরা নিতে পারিনি। ৩৭ রানে পাঁচ উইকেট চলে যাওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম পাঞ্জাব বোধহয় আর দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু ওরা তারপর ভালই লড়াই করে।" পাঞ্জাব শেষ পাঁচ উইকেটে যোগ করে ১০৪ রান। কিন্তু ম্যাচ শেষ পর্যন্ত চলে যায় বাংলার পকেটেই।

আত্মতুষ্টির ভয়, নেরোকা ম্যাচের আগে অতি সতর্ক মোহনবাগান

প্র্যাকটিস শেষে ফুটবলাররা কুলডাউন করছেন। একটু দূরে শুভ ঘোষ বল করছেন। র‌্যাকেট হাতে ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় ব্রিটো। কুলডাউন করতে করতেই গোলকিপার দেবজিত মজুমদার চিতকার করে উঠলেন, """ব্রিটো সিক্স মার।"""" পরের বলটা ব্রিটো মিস করতেই সবাই হেসে কুটিপাটি।নেরোকা ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে বাগান ড্রেসিংরুমের আবহটা ঠিক এরকমই।বাড়তি কোনও টেনশন নেই। আবার নেরোকাকে প্রথম পর্বে তিন গোলে উড়িয়ে দেওয়া গিয়েছিল বলে আত্মতুষ্টিও নেই। বেইতিয়ারা মজা করছেন। একে অন্যের সঙ্গে খুনসঁটি করছেন। বেইতিয়া বলছেন, """"আমাদের টিমের ইউএসপি এটাই। একে অন্যের সাফল্য উপভোগ করি। সবাই একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা একটা পরিবার। এই প্রভাবটা আমাদের খেলাতেও পড়ছে।""""জয় অধরাই, পাঞ্জাবের কাছে আটকে লিগে দুঃসময় অব্যাহত ইস্টবেঙ্গলেরবেইতিয়া(একা নন, টিমের প্রত্যেকটা ফুটবলারকে জিজ্ঞেস করুন, একই কথা বলবেন। এর জন্য সাপোর্ট স্টাফদের যতটা কৃতিত্ব প্রাপ্য, ঠিক ততটাই কৃতিত্ব প্রাপ্য বাগান কর্তাদেরও। প্র্যাকটিসে তাঁরা আসছেন নিয়মিত। প্লেয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। উদ্দীপ্ত করছেন। একইসঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হচ্ছে, এখনই যেন কেউ চ্যাম্পিয়নশিপের ভাবনা মাথায় না নিয়ে আসে। বাগান কোচও সেটাই বলছেন।দুপুরে ক্লাব তাঁবুতে সাংবাদিক সম্মেলন ছিল। কিবু এসে পরিষ্কার করে বলে দিলেন, """আমি ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে চাই না। এখন আমার লক্ষ্য হল নেরোকা ম্যাচ। যাবতীয় ফোকাস এখন সেদিকে।""""যা খবর, তাতে গত ম্যাচের টিমে হয়তো বদল আসছে না। ডিফেন্ডার ড্যানিয়েল সাইরাসকে যে খেলানো হবে না, সেটাই আগেই বোঝা গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার কিবু বললেন, """আমরা কোনও ঝুঁকে নিতে চাই না। সাইরাস এই ম্যাচে খেলছে না। আশা করি চার্চিল ম্যাচে ওকে পেয়ে যাব।"""" সাইরাস না থাকায় ডিফেন্সে ফ্রান (মোরান্তে আর গঞ্জালেজ) জুটি থাকছে। অ্যাওয়ে ম্যাচে এই নেরোকাকে তিন গোলে হারিয়েছিল মোহনবাগান। তবে ওই ম্যাচের কথা কেউ মনে রাখতে চান না। এটা নতুন ম্যাচ।দলের তাঁকে প্রয়োজন নেই, ডিফেন্ডার মার্টিকে জানিয়ে দিলেন ইস্টবেঙ্গলের নয়া কোচতাছাড়া নেরোকা টিমে বেশ কিছু বদল এসেছে। ফিলিপ আদজাকে সই করানো হয়েছে। তিনি গোল-টোলও করছেন। সুভাষ সিং এসেছেন। হাঙ্গেরি থেকে নতুন এক বিদেশি নিয়ে এসেছে নেরোকা। সবচেয়ে বড় কথা মণিপুর ডার্বিতে পাঁচ গোলে ট্রাউকে হারিয়েছে তারা। বিদেশের ক্লাবে তো এ ভাবেই অর্থাগম হয়।"""" এই পথে হাঁটেনি সবুজ-মেরুন। গোষ্ঠ পালের পাওয়া পুরস্কারগুলোর আর হদিশই নেই বাগানে।ম্যানেচস্টার ইউনাইটড, চেলসি, বার্সেলোনার মতো ক্লাবের রয়েছে নিজস্ব প্রদর্শনশালা, লাইব্রেরি। সেখানকার স্টেডিয়াম দেখতে হলে টিকিট কেটে ঢুকতে হয় দর্শকদের। ক্লাবের রয়েছে বিভিন্ন নিজস্ব প্রোডাক্ট। তা বিক্রি করে আসে অর্থ। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সেই জায়গায় নিজেদের নিয়ে যেতে পারেনি। লাল-হলুদের সহ সচিব শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত বলছিলেন, """দূরদর্শিতা এবং গভীর ভাবে চিন্তার অভাব রয়েছে দুটো ক্লাবে। বিদেশের ক্লাবের মতো প্রদর্শনশালা, লাইব্রেরি তৈরি করতে হলে যে পরিকাঠামোর দরকার, তা আমাদের এখানে নেই। এখনও ময়দানে একটা চারাগাছ পুঁততে হলে সেনাবাহিনীর অনুমতির দরকার হয়। ফলে আমাদের পক্ষে একটা মিডিয়া সেন্টার আর ক্যাফেটেরিয়ার বেশি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সেটা করেই মনে করেছি অনেক কিছু করে ফেলেছি। ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ চেষ্টাই করিনি কেউ।""""ডার্বি ম্যাচে এই ভরা গ্যালারি কি আর দেখা যাবে?বিদেশি ফুটবলের ঢেউ এখন আছড়ে পড়েছে ভারতের ফুটবলে। কর্তারা মেসি-রোনাল্ডো নিয়ে আলোচনা করেন। চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলেন অথচ নিজেদের অ্যাকাডেমি থেকে ফুটবলার তুলে এনে তাঁদের বিক্রির রাস্তায় হাঁটেন না। ইউনাইটেড স্পোর্টসের কর্তা কুন্তল মুস্তাফি বলছিলেন, """প্রভাত লাকরা আমাদের অ্যাকাডেমির ফসল। ওকে আমরা বিক্রি করে সাত লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম।""""মোহনবাগানও নিজেদের অ্যাকাডেমি থেকে ভাল ফুটবলার তুলে এনে তাঁকে অন্য ক্লাবে ট্রান্সফার করতেই পারত। বাগান কোচ কিবু তাই প্রচণ্ড সতর্ক। বলে গেলেন, """"আগের ম্যাচে আমরা ভাল খেলেছিলাম। তবে ওরাও দু"একটা সুযোগ পেয়েছিল। আর এই টিমে বেশ কিছু বদল হয়েছে। ফলে আগে কি হয়েছে, সেটা ভেবে লাভ নেই। নতুন একটা ম্যাচ। আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে। এটা ঠিক যে আমরা ভাল খেলছি। তবে আমাদের আরও ভাল খেলার ক্ষমতা রয়েছে।""""এর বাইরে খবর বলতে একটা। কার্ড সমস্যায় ওসমানে দিয়াওরা এই ম্যাচে খেলতে পারছেন না। কিবু অবশ্য ওসব ভাবতে চান না। বাগান কোচের লক্ষ্য এখন একটাই নেরোকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নে পথে আরও একটা হার্ডল পেরেনো।

সচিনের ছবিতে সৌরভের মন্তব্য, হাসির রোল নেট দুনিয়ায়

মুম্বই: ভ্যালেনটাইন ডে, সে যেমনই হোক না কেন বিশেষ এই দিনে ভালো স্মৃতি মনে করতে ভালোই লাগে। তাই ঝকঝকে এই ফেস্টিভ্যালেও প্রথম প্রেমকে ভুলে না গিয়ে মনে রাখাতেই বিশ্বাস রেখেছেন এই ব্যাক্তিত্ত্ব। তবে অবাক করে সেই প্রথম প্রেম তাঁর স্ত্রী নন।৪৬ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় শুক্রবার ট্যুইটারে প্রথম প্রেম পৃথিবীকে জানাতে ছোট ভিডিওয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, সেখানেই দেখা গিয়েছে তাঁর প্রথম প্রেম ক্রিকেট। ভিডিওটি ট্যুইট করে শচিন তেন্ডুলকর শেয়ার করে লিখেছেন, "মাই ফার্স লাভ"। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সেই ক্রিকেটার ব্যাট হাতে নেট প্র্যাকটিস করছেন"।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে শচীন অবসর ঘোষণা করেন সেই ২০১৩ সালে। তারপর ২০১৪ সালে একবার এমসিসির একটি টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা গিয়েছিল। সেই শেষ। তারপর থেকে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন পরিবারের সঙ্গে। মাঝে মাঝে ধারাভাষ্যকর হিসেবে দেখা যায়। সরাসরি মাঠে তাঁকে দেখাগেল এত বছর পর। যা ক্রিকেট সমর্থকদের হৃদয়ে ফের স্বপ্নের ছোঁয়া দিয়ে গেল।শেষবার মাঠে নেমেছিলেন অল-স্টার একাদশের টুর্নামেন্টে। তারপর থেকে আর শচীনের ব্যাটের সেই রোমহর্ষক শটগুলি দেখতে পায়নি ক্রিকেট বিশ্ব। ৬ বছর পর সেই সুযোগ তৈরি হল গতবছরের বর্ষসেরা মহিলা ক্রিকেটার এলিস পেরির সৌজন্যে।অস্ট্রেলিয়ার দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে শচীনকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন পেরি। আর তা ফেলতে পারেননি মাস্টার ব্লাস্টার। চিকিতসকদের পরামর্শ উড়িয়ে দিয়েই মাঠে নামেন। আর মাঠে নেমে প্রথম বলেই চার। তারপরও সবকটি বল তাঁর ব্যাটের একেবারে মাঝখানে লাগল। বাউন্ডারি আর আসেনি যদিও। স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই হয়তো সেভাবে জোরে ব্যাটও ঘোরাননি শচীন। তবে, যে ছটি বল খেললেন তাও যে ক্রিকেট বিশ্বের বড় পাওনা, তা বলাই বাহুল্য।

ক্রিকেট প্রেমীরা এই দুই মহান ব্যাটসম্যানদের খুনসুটি করতে আগে অনেক বার দেখেছেন। তারা হলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি এবং মাষ্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। তারা অনেক দিন আগেই মাঠ ছেরেছেন তাই তাদের জুরি কে অনেকেই চোখে হারান, মিস করেন তাদের খুনসুটি।কিন্তু তাদের আবার খুনসুটি করতে দেখা গেল তবে এবার খেলার মাঠে নয় বরং সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর সেই খুনসুটি দারুণ উপভোগ করলেন নেটিজেনরা। সচিন এখন অস্ট্রেলিয়াতে আছেন, অস্ট্রেলিয়ায় দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে বুশফায়ার বাশে অলস্টার ম্যাচের বিরতিতে ব্যাট হাতে নামেন মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর আর তারপর ছুটিও কাটান মনের আনন্দে। সেই ছুটি কাটানোর সময়ই সচিন একটা ছবি তার ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন। যেখানে বিভিন্ন কমেন্ট করেছে তার ভক্তরা তার পাশাপাশি কমেন্ট করেছে বর্তমান বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি।ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি পোস্ট করে মাস্টার ব্লাস্টার লিখেছেন, 'সোকিং আপ দ্য সান!' ভক্তরা তো কমেন্টে ভরিয়ে দিয়েছেন। তার সাথে সৌরভ গাঙ্গুলি কমেন্ট করে লিখেছেন-কারও কারও ভাগ্য বেশ ভাল . জমিয়ে ছুটি কাটাও। এর উত্তর দিতে ছারেনি সচিন তিনি লিখেছেন-এই ধরণের ছুটি সত্যিই ভালো কাজের জন্য। কারণ বুশফায়ার ক্রিকেট ব্যাগ থেকে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছি। আর সেই খুনসুটির মজা নিচ্ছে নেটিজেনরা।

আইপিএল আয়োজনে বড় ধাক্কা বোর্ডের ! সরাসরি "না" করল আইসিসি

আইসিসির কাছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে আর্জি জানানো হয়েছিল যেন বোর্ডের বৈঠকের দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হয়। ২৯ তারিখে আইসিসির বৈঠক বসছে দুবাইয়ে। সেদিনই আবার আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ। এই কারণেই আইসিসির বৈঠক পিছিয়ে অথবা এগিয়ে আনার কথা বলা হয়েছিল বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে।তবে বোর্ডের সেই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি। এর ফলে আইপিএলের উদ্বোধনের দিনক্ষণ ফের একবার বদলাতে পারে। বোর্ডের শীর্ষ আধিকারিকদের দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠকে হাজির থাকতেই হবে। শীর্ষ কর্তাদের অনুপস্থিতিতে আইপিএলের উদ্বোধন করা আবার সম্ভব নয়।আইপিএলের পুরো সূচি এখনও প্রকাশ করা না হলেও আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ যে ২৯ মার্চ হবে, তা জানিয়ে দিয়েছিলেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।এক শীর্ষ কর্তা টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন, "বিসিসিআই সরকারিভাবে এই বৈঠকের সূচি বদলের জন্য অনুরোধ করেছিল। মার্চ মাসের ২৭ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত একাধিক বৈঠক হবে। গত বছরের আগস্টেই আইসিসির তরফে প্রতিনিধি দেশগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত ধরণের যাতায়াত, থাকার বন্দোবস্ত, বৈঠকের স্থান সব আগে থেকে ঠিক হয়ে গিয়েছে।"সৌরভ নন, দেশের ক্রিকেট বদলেছেন ধোনি! দাবি রায়নারতিনি আরও জানিয়েছেন, "আইসিসির সমস্ত বৈঠকের দিনক্ষণ আগে থেকে জানানো থাকে। আইসিসির পরবর্তী বার্ষিক সভা চলতি বছরের কেপটাউনের ১৭ ও ১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। সেকথাও আগস্টে জানানো হয়েছিল।" ঘটনা হল, আইপিএলের সূচি তৈরির দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের দিকেই এই সমস্যার জন্য অভিযোগের আঙুল উঠছে। বলা হচ্ছে, আগে থেকেই যদি বৈঠকের সূতি তৈরি থাকে, তাহলে আইপিএলের সূচি তৈরির সময় তা বিবেচনা করা হল না কেন!এর মধ্যেই আইপিএলের সমস্যা চলছে। রাজস্থান রয়্যালস আগেই জানিয়ে দিয়েছিল গুয়াহাটিতে চলতি মরশুমের বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলবে তারা। যদিও সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার জয়পুর আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল।

আরসিবি প্রকাশ্যে আনল তাদের নতুন লোগো !

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভালো টিম করার সত্ত্বেও আইপিএল ট্রফি জেতা স্বপ্নই থেকে যাচ্ছিল রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের। বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন আরসিবি নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে এবার এক বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, কিছুদিন আগে থেকেই দেখা ছিল আরসিবি তাদের সমস্ত স্যোসাল সাইড থেকে নিজেদের প্রোফাইল পিকচার, কভার পিকচার ডিলিট করে দিয়েছে। আর তারপরেই বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে আইসিবির সমস্ত ভক্তরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কেন এমনটা করা হয়েছে। আর এবার সবাইকে চমক দিয়ে নতুন লোগো প্রকাশ্যে আনল রয়েল চ্যালেঞ্জরস ব্যাঙ্গালুরু। বলা ভালো ভ্যালেন্টাইন"স ডে-তে নিজেদের সমর্থকদের উপহার দিলেন আরসিবি কর্মকর্তারা।গত ১৩ ই ফেব্রুয়ারি আরসিবি তাদের ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার এর প্রোফাইল পিকচার এবং কভার পিকচার ডিলিট করে দিয়েছিল তারপরেই আরসিবির অধিনায়ক বিরাট কোহলি নিজে টুইট করে বলেছিলেন অধিনায়ককে যা জানিয়ে কেন এমনটা করা হয়েছে? যদি তাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে বিরাট সাহায্য করতে প্রস্তুত। এছাড়াও বিরাট এর পাশাপাশি ব্যাঙ্গালুরুর অপর দুই ক্রিকেটার এবি ভিলিয়ার্স এবং যুজবেন্দ্র চাহালও জানতে চেয়েছিলেন হঠাত করে কেন এমনটা করা হল।আরে এবার নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে ভ্যালেন্টাইন"স ডে-তে সমর্থকদের অবাক করে আরসিবির প্রকাশ করল তাদের নতুন লোগো, এটা সম্পূর্ণ নতুনরূপে তৈরি করা হয়েছে। এখন এটাই দেখার বিষয় যে নতুন লোগো তৈরি করে কি রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু তাদের ১২ বছরের খরা কাটিয়ে ট্রফি জিততে পারে।

কেকেআরে খেলার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, ১২ বছর পরে অকপট শোয়েব

বারো বছর আগের ঘটনা। এখনও মনে রয়েছে শোয়েব আখতারের। কেকেআরের জার্সিতে সই করানো হয়েছিল পাকিস্তানি পেসারকে। নাইট রাইডার্সের জার্সিতে প্রথম ম্যাচেই বল হাতে আগুনে পারফরম্যান্স করেছিলেন। ১১ রানের বিনিময়ে চার উইকেট তুলে নিয়েছিলেন রাওয়ালপিণ্ডির সুপারস্টার। শোয়েবের বোলিংয়ে ভর করেই শাহরুখের নাইট রাইডার্স দুরন্ত জয় পেয়েছিল বীরেন্দ্র শেওয়াগের দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের বিপক্ষে।

শোয়েবের সেই বোলিংকে কুর্নিশ জানিয়েছিল ইডেন গার্ডেন্স। দর্শকরা পাকিস্তানি পেসারকে ভালবাসায় মুড়ে দিয়েছিলেন। তারকা পেসারের পারফরম্যান্সে উদ্বেলিত হয়ে শাহরুখ খানও গোটা মাঠ জুড়ে ছুটতে শুরু করেছিলেন।শচীন-কন্যার প্রেমে পড়লেন নাইট সুপারস্টার শুবমান? ছবিতে রইল জল্পনার কারণসেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করেই শোয়েব বলছিলেন, "আমি ৪ উইকেট নেওয়ার পরে প্রত্যেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। শাহরুখ তো মাঠের চারপাশ দিয়ে ছুটতে শুরু করেছিল। প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল শাহরুখ। আমার মনে হচ্ছিল, বিশ্বকাপ জিতে ফেলেছি নাকি! এতটাই গোটা পরিবেশ পাগল করার মতো হয়ে গিয়েছিল।"শাহরুখ পরে শোয়েব আখতারকে ডেকে আলাদা করে কথাও বলেছিলেন। পাক পেসারকে কিং খান বলেছিলেন, "তুমি আমাদের হয়ে দারুণ একটা ম্যাচ জিতেছ।'

'প্রথম মরশুমে কেকেআর যে তিন তারকাকে মার্কি হিসেবে সই করিয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম শোয়েব আখতার। পরে সৌরভ নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, "আমি জানতাম শোয়েবের দুরন্ত গতি স্বল্প গতির ফর্ম্যাটে তফাত গড়ে দেবে। এটাই হয়েছিল। আমরা শেওয়াগদের দিল্লি ডেয়ারডেভিলসদের উড়িয়ে দিয়েছিলাম। রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেস ওদের সাফ করে দিয়েছিল। শোয়েব ১১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিল। আমরাও একটা লো স্কোরিং থ্রিলার জিতেছিলাম। এটা দুরন্ত একটা জয় ছিল। তবে জয়ের এই ধারা আমরা ধরে রাখতে প্যারিনি।"শোয়েবের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা আরও শেয়ার করে সৌরভ বলেছিলেন, "আমি যা ভেবেছিলাম, তার থেকেও কঠিন ছিল শোয়েবকে নিয়ন্ত্রণ করা। টুর্নামেন্টে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে শোয়েব হঠাত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল না খেলার। আমার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও শোয়েব তিন ম্যাচ খেলার পরে আর খেলেনি।"সৌরভের আরও সংযোজন ছিল, "শোয়েব বলেছিল ওঁর চোট রয়েছে। তবে আমার কাছে ওঁর চোটটা রহস্যজনক ছিল। আমি ওঁকে কার্যত অনুরোধ করি, মাত্র ৪ ওভারই বোলিং করতে হবে। আমি বুঝিয়েছিলাম ছোট চোট নিয়েও ওঁর খেলা উচিত। তবে ওঁকে রাজি করানোটা প্রায় অসম্ভব ছিল।"

প্র্যাকটিস ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়লো টপ অর্ডার, টালমাটাল ব্যাটিং কে সামলালেন পূজারা

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২১ তারিখ মাঠে নামার আগে আজ একটি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে নেমেছে ভারত। প্র্যাকটিস ম্যাচটির মাধ্যমে টিম কম্বিনেশন বুঝে নেওয়া এবং কে কেমন ফর্মে আছেন তা বুঝে নিতে চাইছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি।প্র্যাকটিস ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটসম্যানদের বাজিয়ে দেখতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কোহলি। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামে পৃথ্বী শ এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল।প্র্যাকটিস ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটসম্যানদের বাজিয়ে দেখতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কোহলি।

ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামে পৃথ্বী শ এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল। কিন্তু মাত্র ৪ বল খেলে শুন্য রানে আউট হয়ে ফেরেন পৃথ্বী শ। তাঁকে ফেরান কিউয়ি পেসার স্কট ক্যাগলিজেন। অপর ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়ালকেও প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান তিনি। ২ উইকেট পরার পর মাঠে নামেন রোহিত শর্মার বদলে দলে আসা তরুণ

ব্যাটসম্যান শুভমান গিল। তিনি রোহিত শর্মার যোগ্য বদলি হয়ে উঠতে পারবেন কিনা তা নিয়ে নানা পক্ষের নানা মত ছিল। তাই গিল কেমন পারফরম্যান্স করেন তার ওপর নজর ছিল সকলের। কিন্তু তিনিও তার প্রথম বলে উইকেটের পেছনে খোঁচা দিয়ে ফেরেন। তার ঘাতকও সেই ক্যাগলিজেন।এরপর মাঠে নামেন রাহানে। পৃথ্বী শ আউট হওয়ার পরই মাঠে নেমেছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান মিলে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মাত্র ১৮ রান করে জিমি নিশামের বলে আউট হয়ে ফেরেন রাহানে। মাটি অঁকড়ে পড়ে থাকেন পূজারা। অসাধারণ ব্যাটিং করে তাকে যোগ্য সঙ্গত দেন হনুমা বিহারী। কোহলি নিজে না এসে দলের বাকি সকল ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং করতে পাঠান। স্বভাবসিদ্ধ ডিফেন্সিভ ভঙ্গিতে খেলে যান পূজারা। মাত্র ৭ রানের জন্য শতরান ফসকালেন তিনি। কিন্তু ভুল করেননি হনুমা বিহারী। ১১৮ বলে নিজের শতরানটি পূর্ণ করেন তিনি। এরপর তিনি বাকিদের ব্যাট করার সুযোগ দিয়ে মাঠ ছাড়েন। তারপরে দাঁড়াতে পারেননি কোনও ব্যাটসম্যানই। যার ফলে ২৬৩ রানে সমাপ্তি ঘটে ভারতের প্রথম ইনিংসের।

ধোনি বাদ যাওয়ায় মত বিসিসিআই সূত্রের

মুম্বই : বিশ্বকাপের পর থেকে আর জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামেননি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। বৃহস্পতিবার সাড়া দেশে আলোড়ন ফেলে ধোনিকে আর বার্ষিক চুক্তির মধ্যে রাখেনি বোর্ড , এই অবস্থায় জোর জল্পনা তাহলে কি মাহির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ফুলস্টপ পড়ে গেল।কিন্তু বোর্ডের অন্দর সূত্রের খবর এটাকে মাহিরে কেরিয়ারের শেষ ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। তাদের পরিষ্কার কথা মহেন্দ্র সিং ধোনি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য থাকবেন। তার জন্য তাঁর ঘরোয়া পারফরম্যান্স ও আইপিএল পারফরম্যান্সের ওপর নজর থাকবে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানা গেছে যেহেতু গত ছয় মাসে ভারতীয় জার্সিতে কোনও আন্তর্জাতিক খেলেননি ধোনি তাই বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে তাঁর নাম রাখা হয়নি। ২০২০২ -র আইপিএলে খেলার আগে ধোনি কোনওভাবেই ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর ঘোষণা করবেন না।বোর্ডের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ২০২০-র আইপিএলে কে কীরকম পারফর্ম করেন তার ওপর নজর থাকবে জাতীয় নির্বাচকদের। আর সেই প্ল্যাটফর্মে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে ফের মাঠে নামবেন মাহি। বোর্ডসূত্রের পরিষ্কার দাবি, "যদি মহেন্দ্র সিং ধোনি আবার একবার ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে চেন্নাইকে আইপিএল জেতান সেক্ষেত্রে কি করে তাঁর নাম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বিচার্য হবে না কে বলল। বোর্ডের চুক্তিতে থাকার এই মানে নয় যে তিনি আর জাতীয় দলের জন্য বিবেচিত হবেন না। "এদিকে ধোনি এই মুহূর্তে ঝাড়খন্ডের রনজি অনুশীলনের দলের সঙ্গে রয়েছেন। কারণ ধোনি নিজেও জানেন জাতীয় দলের টিকিট কাটার বড় এবং একমাত্র প্ল্যাটফর্ম এখন তার সামনে শুধুমাত্র আইপিএল।

যশস্বীর বিশ্বকাপের সেরার পুরস্কার ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে গেল

অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপের প্রত্যেকটা ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করার নিরিখে টুর্নামেন্টের সেরা হয়েছিলেন ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। এর ফলে কিংবদন্তি মাখায়া এনতিনি টুর্নামেন্টের সেরা ট্রফি তুলে দেন যশস্বী জয়সওয়ালের হাতে কিন্তু তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন দেখলেন তার টুর্নামেন্ট সেরা হওয়ার ট্রফি দু-টুকরো হয়ে গিয়েছে।কিন্তু কি ভাবে এত সম্মানের এত মূল্যবান একটা ট্রফি ভেঙে গেল সেই ব্যাপারে কিছু জানেন না যশস্বী, এমনকি এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জানার আগ্রহ নেই তার। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে যশস্বীর কোচ জ্বালা সিংহ জানিয়েছেন এই ব্যাপার নিয়ে কোনো প্রকার মাথা ব্যথা নেই যশস্বীর, এমনকি কীভাবে ট্রফি ভেঙ্গে গেল এই ব্যাপারে জানার চেষ্টাও করেনি সে। ট্রফি নিয়ে কোনোদিনই ভাবেনি যশস্বী, তার একটাই ভাবনা সেটা হল কি ভাবে আরও বেশি করে রান পাওয়া যায়, এই নিয়েই তিনি দিন রাত ভাবনা চিন্তা করেন।অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে সেঞ্চুরি এবং চারটি হাফ সেঞ্চুরি সহ মোট ৪০০ রান করেন যশস্বী। এমনকি ফাইনালে একাই ভারতীয় দলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেনি কোন ভারতীয় ব্যাটসম্যান। কিন্তু খারাপ শট খেলে আউট হয়ে যান যশস্বী তারপর ভারতের রান আর বড় রানে পরিণত হয়নি। সেই কারণেই ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে হয়। ফাইনালে হার কোনভাবেই ভুলতে পারছেন না যশস্বী, সেই কারণে তার কাছে টুর্নামেন্টের সেরার পুরস্কারের কোন মূল্য নেই।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স'র শ্রীচরণেষু মা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শুক্রবার সান্ধ্যনীড় উপস্থাপন করল শ্রী চরণেষু মা। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের হৃদয়স্পর্শী এই পর্বটি এ বছর রাখা হয়েছিল ভ্যালেন্টাইনস্ ডেতে যাতে ভালাবাসার এই দিনটিকে উৎসর্গ করা যায় মায়েদের উদ্দেশে- মাতৃত্বের উদ্দেশে।

সান্ধ্যনীড় নামে এক বৃদ্ধাবাসকে বেছে নেওয়া হয়েছিল অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে যেখানে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে যাওয়া মানুষদের মুখে ফুটিয়ে তোলা হল এক টুকরো উজ্জ্বল হাসি।

শ্রী চরণেষু মা' অনুষ্ঠানটির মূল ভাবনা ছিল, শুধু প্রথাগত প্রণামেই মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উর্ধ্বে উঠে মায়ের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং তাকে উৎফুল্ল রাখার প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে প্রখ্যাত যোগগুরু, যোগী বিশ্ব, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসির উৎফুল্লতার ক্ষেত্রে যোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

এর অব্যবহিত পরেই শুরু হল মায়েদের সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। যশস্বী কন্যা সন্তানেরা এগিয়ে এলেন নিজের মাকে সংবর্দ্ধনা জানাতে। এই মা মেয়ে যুগলেরা হলেন, দীপালি চক্রবর্তী ও পুষ্পিতা চক্রবর্তী, স্বপ্না রায় ও অনিন্দিতা রায় শিপ্রা ঘোষ ও সোমা নন্দী, মিতা রায় ও দুর্বাঞ্জলি রায়, মধুমিতা ভট্টাচার্য্য ও নন্দিতা ভট্টাচার্য্য এবং বন্দনা দত্ত ও নন্দিতা দত্ত। এরপর যোগী বিশ্ব এবং শ্রী চরণেষু মা পরিবারের অন্যান্য সদ্যসরা সান্ধ্যনীড়ের মায়েদের সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর বৈঠকী ঘরানার নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি যেন জেগে উঠল নতুন প্রাণের ছন্দে।

এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলা : স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করল সিবিআই-ইডি

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় শুক্রবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম এবং তাঁর ছেলে কংগ্রেস নেতা কার্তি চিদম্বরম। স্ট্যাটাস রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ২০ ফেব্রুয়ারি।

স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করার জন্য গত ৩১ জানুয়ারি আদালতের কাছে দু'সপ্তাহ সময় চেয়েছিল সিবিআই এবং ইডি। আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে সিবিআই ও ইডি-কে। সেই মতো ১৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার স্ট্যাটার রিপোর্ট দাখিল করল সিবিআই ও ইডি।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় তত্কালীন বিচারপতি ও পি সাইনি পি চিদম্বরম ও তাঁর ছেলে কার্তি চিদম্বরমকে আগাম জামিন প্রদান করেছিল। এরপর ২০১৯ সালেরই ৬ সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেন বিচারপতি। আসলে ৬ সেপ্টেম্বর এই মামলায় চার্জশিট গঠনের প্রেক্ষিতে যুক্তি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু, ইডি এবং সিবিআই-এর শুনানি স্থগিত করার আবেদন জানিয়েছিল। ইডি এবং সিবিআই-এর পক্ষ থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ শুনানির জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। শুনানি চলাকালীন সিবিআই এবং ইডি, এই দুই তদন্তকারী সংস্থা শুনানি স্থগিত করার আবেদন জানালে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বিশেষ আদালতের বিচারপতি ও পি সাইনি। তখন বিচারপতি জানান, তদন্ত শেষ হলেই আদালতের সঙ্গে আপনারা সম্পর্ক করবেন।

পুলওয়ামায় শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধাজ্ঞপন দেবের

কলকাতা,১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):গতবছর আজকের দিনে অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি দেশের জন্য পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় প্রাণ দিয়েছিলেন ৪০ জন শহিদ জওয়ান। ১৪ ফেব্রুয়ারি শুধু ভালবাসার দিনই নয় ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে দেশ জুড়ে পালন হচ্ছে 'ব্ল্যাক ডে' হিসাবে।আর এই 'ব্ল্যাক ডে'-তে টুইটারে টুইট করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

জাতীয় ক'মিনাশক দিবসের রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির উদ্বোধন

যুবকদের স্বরোজগারী করতে সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরার নতুন সরকার রাজধর্ম পালন করে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। সরকার উন্নয়নের জন্য কখনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ করেনা। নীতি নির্দেশিকার মধ্যে যার যা প্রাপ্য তা থেকে কখনো কাউকে বঁতি করা হয় না। আমরা চাই সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস। সেই দিশাতেই কাজ করে চলছে সরকার। আজ কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে বিশেষ হস্ততাঁত ব'মেলা-২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এর আগে পুলওয়ামার শহীদ বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অনুষ্ঠানের অতিথিগণ। উল্লেখ্য, গত বছর আজকের দিনেই দেশের বীর জওয়ানরা দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে পুলওয়ামায় শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

ভারত সরকারের ব'মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় এবং ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় এই প্রথম কুমারঘাটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ হস্ততাঁত ব'মেলা। আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, বিধায়ক সুধাংশু দাস, কুমারঘাট প'য়েত সমিতির চেয়ারম্যান হ্যাপি দাস, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শচীন্দ্র ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৬১টি হস্ততাঁতের ক্লাস্টার রয়েছে। এই ক্লাস্টারগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন নিগম লিমিটেড হস্ততাঁত শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি বলেন, কুমারঘাট ছাড়াও রাজ্যের আরও ৫টি অ'লে হস্ততাঁত ব'মেলা হচ্ছে। মেলাগুলির উদ্দেশ্য হস্ততাঁত শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসার ঘটানো। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর শিল্প দপ্তর, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম যুবকদের স্বরোজগারী করতে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। সিঙ্গেল ইউণ্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে শিল্প ইউনিট তৈরী করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এতে অনেকটা সাফল্য এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়ে বলেন, ২০১৭-১৮ পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫,৪৯৩টি ছোট শিল্প ইউনিট ছিল। আর নতুন সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক বছরে ২,৬৪৯টি নতুন শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে। নতুন সরকার আসার পর ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেনটিভ স্কীম ২০১৭ কে সংশোধন করা হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব জানিয়েছেন। এতে শিল্প ইউনিট স্থাপনের ক্ষেত্রে নিয়ম কানুন অনেক শিথিল হয়েছে। ত্রিপুরাতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্যও নতুন

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে ৫৪টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি চা বাগান রয়েছে ৩টি। এই বাগানগুলিতে দেড় লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু এতোদিন পর্যন্ত ত্রিপুরার চায়ের কোন লোগো ছিলো না। চায়ের কোন ব্যাণ্ড নামও ছিল না। এই সরকার আসার পর ত্রিপুরার চায়ের ব্যাণ্ড নাম দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরেশ্বরী টি। আর এই ব্যাণ্ডটি মার্কেটিং করার পর কলকাতার বাজারে ত্রিপুরার চা প্রতি কিলোর দাম যেখানে ছিল ১৩৫ টাকা তা বেড়ে হয়েছে ২২৫ টাকা। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম এখন লাভের মুখ দেখেছে। এটাই হচ্ছে উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরার উদ্যোগী যুবকদের স্বরোজগারী হতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বোধজংনগরে একটি টুল সেন্টার তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া কা'নপুর ও গণ্ডাছড়ায় আই টি আই তৈরী করা হয়েছে এই সরকার আসার পর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাইম মিনিষ্টার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান প্রোগ্রাম, স্বাবলম্বনের মতো স্বরোগারী প্রকল্পগুলিতে সরকার কিভাবে উন্নয়নের কাজ করছে তারও তথ্য তুলে ধরেন। তার সাথে চা, পর্যটন, হোটেল শিল্প, গ্যাস, কৃষি, বাঁশজাত শিল্পের উন্নয়নে জোর দিয়েছে। কারণ এই ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে মানুষের রোজগার বাড়বে। তিনি সামগ্রিকভাবে সারা রাজ্যের উন্নয়নের সাথে কুমারঘাট মহকুমায়ও এই সময়ের মধ্যে এম জি এন রেগায়, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার কিভাবে কাজ করছে তার তথ্য তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার মানব সম্পদের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছে। এজন্য শিক্ষা ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজাতে মোট ২১টি সংস্কার করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে বলেও

পুলওয়ামার শহীদদের স্মরণ আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ।। পুলওয়ামায় শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ শুক্রবার আগরতলার স্টেট মিউজিয়ামের সামনে শীহদান দিবস পালন করেছে। গতবছর আজকের দিনে দেশ ও দেশমাতৃকাকে বিদেশি সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পুলওয়ামাতে শহীদ হয়েছিলেন বীর জওয়ানরা। আজকের দিনটি গোটা দেশ জুড়েই শহীদান দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। বীর শহীদের পূজা করা ও স্মরণ করা ভারতের অন্যতম কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ধর্ম। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার রাজ্যে পুলওয়ামায় গতবছর ১৪ ফেব্রুয়ারি শহীদ হওয়া জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ স্টেট মিউজিয়াম সংলগ্ন এলাকায় দিবসটি পালন করেছে। শহীদান দিবসে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিসুধার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ।। ভালবাসা দিবসে রাজধানীর কৃষ্ণনগরস্থিত রবিসুধা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো মহতী রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সম্পাদক হিতকামানন্দজী মহারাজ। শনিবার রাজধানীর রবিসুধা কার্যালয়ে রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক হিতকামানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন, সমাজের বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহারাজ হিতকামানন্দজী মহারাজ বলেন, রক্তদান হল ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপোশক। এর কারণ হলো, পৃথিবীতে রাজনীতি অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি যা কিছু রয়েছে সবকিছুই মানুষের জন্য। তিনি বলেন, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রীকতা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে দেয়। সেবা ভালবাসা ও আন্তরিকতা সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের একাত্ম করে দেয়। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের আবিষ্কারে পৃথিবী অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও রক্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়েই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। রক্ত জাতি ধর্মবর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে। রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান হিতকামানন্দ মহারাজজী। রক্তদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবিসুধার কর্ণধার রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী তিনি দেববর্মণ বলেন, ভালবাসা দিবসে বিগত ১১ বছর ধরে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা হচ্ছে। রবিসুধা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক-সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মে শামিল হয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হল পর্তুগালের রাষ্ট্রপতিকে

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান হল পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি মার্সেলো রেবেলো ডি সুসাকে।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি মার্সেলো রেবেলো ডি সুসাকে অর্ভ্যথনা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রেবেলো ডি সুসাকে তিন বাহিনীর সৈন্যরা গার্ড অফ অনার প্রদান করে।

পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি চার দিনের ভারত সফরে বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লি পৌঁছেছেন। তার সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে কথা বলবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি, ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথেও সাক্ষাত করবেন। এ সময় দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতেও স্বাক্ষর করা হবে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রটি।

পর্তুগালের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি দলের মধ্যে রয়েছেন প্রতিমন্ত্রী ও বিদেশ বিষয়ক অধ্যাপক অগস্টো সান্টোস সিলভা, আন্তর্জাতিকীকরণের রাজ্য সচিব প্রফেসর ইউরিকো ব্রিল্যান্ট ডায়াস এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা জর্জ সেণ্ডরো শতাব্দীর সেক্রেটারি। শনিবার, রাষ্ট্রপতি মার্সেলো মুম্বাই সফর করবেন এবং রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাত করবেন। একই দিন তিনি গোয়ায়ও যাবেন, পরের দিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করবেন এবং অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। উভয় দেশ বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে আরও সহযোগিতা বৃদ্ধি হবে। এই সফরের ফলে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও জোরদার হবে।

প্রাণঘাতী করোনায় প্রথম মৃত্যু জাপানে

টোকিও, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস প্রথম মৃত্যুর খবর মিলেছে জাপান থেকে। চিনের পর করোনাভাইরাস যেখানে বেশি ছড়িয়েছে, সে দেশটি জাপান। জাপানে এতদিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫০ ছাড়ালেও এই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে উ শুক্রবার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে বৃহস্পতিবার জাপানের কানাগাওয়া জেলায় অশীতিপর এক বৃদ্ধা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

জাপানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাৎসুনোবু কাতু জানিয়েছেন, গত ২২

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা আতঙ্কে তিন যাত্রীকে হাসপাতালে পাঠাল কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ডেঙ্গুর পর করোনাভাইরাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। ভারতে ইতিমধ্যে ঠেকাতে শুরু হয়েছে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কলকাতা বিমানবন্দরে ব্যাংকক ফেরত দুই যাত্রীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় করোনাভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে এমনটাই সন্দেহ করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বিমানবন্দরের ডিরেক্টর কৌশিক ভট্টাচার্য্য এমনটাই জানিয়েছেন। যদিও পরে ওই তিন ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের লক্ষণ পাওয়া যায়নি বলেও জানিয়ে দিয়েছে বিমানবন্দর। তিনযাত্রীকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ইন্ডিগো বিমানবন্দর এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু-এর নির্দেশিকা মেনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অবধি কলকাতা থেকে গুয়াংঝাউ এবং গুয়াংঝাউ থেকে কলকাতার সমস্ত উড়ান চলাচলে স্থগিতাদেশ রাখা হয়েছে।" চিনের ইস্টার্ন এয়ারলাইন সংস্থাও ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁদের উড়ান বাতিল করেছে।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই জানুয়ারি থেকে যে সব যাত্রীরা চিন, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং ব্যাংকক থেকে আসছেন তাঁদের প্রত্যেককেই করনা ভাইরাসের পরীক্ষা করে তবেই যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

শীর্ষ আদালতে স্বস্তি পেলেন কার্তি অনুমতি মিলল বিদেশে যাওয়ার

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের ছেলে কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম। শুক্রবার কার্তি চিদম্বরমকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোট। টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কার্তি চিদম্বরম যেতে পারবেন ফ্রান্স এবং লন্ডনেউ তবে, শর্তসাপেক্ষে বিদেশে যাওয়ার আগে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রির কাছে ১০ কোটি টাকা জমা রাখতে হবে কার্তি চিদম্বরমকে।টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য, বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমউ ফ্রান্স এবং লন্ডনে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়ে সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন কার্তিউ শুক্রবার শর্তসাপেক্ষে কার্তিকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন সর্বোচ্চ আদালতউ শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, বিদেশে যাওয়ার শর্ত হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রির কাছে ১০ কোটি টাকা জমা রাখতে হবে কার্তিকে।

বামপন্থী যুব সংগঠনের উদ্যোগে সিএএ'র বিরুদ্ধে মিছিল তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি ।। সিএএ ও এনআরসি বাতিল সহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গোটা রাজ্যজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করে চলছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এলাকায় মিছিল ও দুই ঘণ্টার গণ-অবস্থান পালন করে। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা তথা খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব, রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক সহ সংগঠনের তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় ডিওয়াইএফআই এবং ডিওয়াইএফ এর নেতৃত্বরা। এদিনে দুপুর ১২টা নাগাদ সংগঠনের কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে দলীয় কার্যালয়ের সংলগ্ন স্থানে ২ ঘণ্টার গণ-অবস্থান সংগঠিত হয়। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফ রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, আক্রান্ত দেশ, আক্রান্ত সংবিধান, বাড়ছে বেকারত্ব, বাড়ছে বৈষম্য। গোট দেশজুড়ে বেকারত্বের ছয়লাপ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পালন করতে ব্যর্থ। তাই এর থেকে রেহাই পেতে দেশজুড়ে বামপন্থীরা আন্দোলন সংগঠিত করছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।